শতফুলের সৌরভ

শতফুলের সৌরভ

শেফালী দাস

শতফুলের সৌরভ
শেফালী দাস
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৯৯৪-০-৯
ISBN: 978-984-99994-0-9
Shatafuler Sourav by Shefali Das, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

ভূমিকা

সকালবেলা সদ্যফোটা ফুলটি মাথা তুলে গর্ব করে জানিয়ে দেয় তার মৌ মৌ করা সুবাসের কথা। নিজের গর্বে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চারদিকে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করে দেয়। সগৌরবে ফুলটি নিজের সৌন্দর্য ও গন্ধ মানুষের হৃদ মাঝারে স্থান করে নেয়। এখানে তো একটা ফুলের নাম বললাম। আর বইটির নাম 'শতফুলের সৌরভ'। এক একটা চিঠিকে এখানে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আমার প্রথম গ্রন্থ 'পঞ্চপুষ্প', দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পঞ্চপ্রদীপ', তৃতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিময় একাত্তর', চতুর্থ গ্রন্থ 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা', পঞ্চম গ্রন্থ 'রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা'। আমার প্রকাশিত বই পাঠকগণের কাছে থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। প্রথমে পাঠকগণ টেলিফোনে, তারপর মুখে এবং সর্বশেষ পত্র লিখে তারা তাদের ভালো লাগা না লাগা আবেগজড়িত অভিমত ব্যক্ত করে।

কারও নামে ডাকযোগে কিংবা হাতচিঠি এলে প্রাপক ব্যক্তিটির মন অলক্ষ্যে ঐ চিঠির দিকেই ধাবিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে চিঠিটা পড়তে না পারবে, ততক্ষণ সে কোনো কাজেই মন বসাতে পারবে না। আমারও এমন অবস্থা হয়েছিলো। প্রথমে শুনেছিলাম দুটো চিঠি এসেছে। চিঠি পড়ার জন্য আমি চিঠির টানে উদগ্রীব হয়ে পড়ি। তাই কালবিলম্ব না করে চিঠি পড়তে গেলাম ছায়ানীড়ে। সেখানে গিয়ে দেখি, এমা! একি কাণ্ড! দুটো চিঠি কই? এ যে শত চিঠি।

আমি তো ভীষণ অবাক হলাম!

আজকাল মানুষ সাধারণত চিঠি লিখে না। চিঠির পরিবর্তে ফেসবুকে কথাবার্তা বলতেই বেশি পছন্দ করে। চিঠি লেখার যুগ নাকি চলে গেছে। কিন্তু মানুষ আবেগেও চিঠি লিখে এবং প্রাপক তা মন দিয়ে গভীর আগ্রহের সাথে পড়ে অনাবিল শান্তি ফিরে পায়।

এখানে চিঠি লেখক হিসেবে এসেছে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। এদের সবার লেখার মধ্যে আছে প্রাসঙ্গিকতা, অপরূপ শব্দ চয়ন, আকর্ষণীয় ভাষা প্রয়োগ করে চিঠিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এক একজন তাদের নিজস্ব স্বকীয়তার মাধ্যমে নানারূপে, নানা স্বাদে ও নানা গন্ধে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে। তাদের লেখা চিঠির মাধ্যমে সাহিত্য প্রকাশভঙ্গি মাধুর্য ফুটে উঠেছে। সত্যি অসাধারণ।

বইটি সকল মহলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি আশাবাদী, 'শতফুলের সৌরভ' গ্রন্থটি একটি পত্র সাহিত্য। এই পত্র-সাহিত্যটি ছায়ানীড়ের একটি নতুন ধারার সৃষ্টি। আমার মনে এমন আশাই জাগ্রত হয়েছে যে, ছায়ানীড়ের স্বপ্ন সার্থক হবে। ছায়ানীড়ের প্রচেষ্টা

সফল হোক এটাই কামনা করি।

শেফালী দাস

সূচি

শেফালী দাস,
স্নেহাশিস রইলো। লোকচক্ষুর আড়ালে কত শেফালী নিরবে ঝরে যায়, পথিক পদদলিত করে, শেফালীর সৌন্দর্য মলিন হয়ে যায়। কোনো শেফালী পূজোর বেদীতে ঠাঁই পায়, কিছু শেফালী মালা হয়ে শোভা পায় ভক্তের গলায়। আমাদের টাঙ্গাইলের আদালত রোডের কল্যাণ কমপ্লেক্সের শেফালী পুষ্পমাল্য হয়ে পাঠকের গলায় শোভা পায়।
পাঠক চিত্তকে সরস করে পঞ্চপ্রদীপ ও পঞ্চপুষ্পের গল্পগুলো। 'তোমার স্মৃতিময় একাত্তর' আমাকে ভাবায়, আমাকে আবেগাপ্লুত করে। কী জীবন্ত লেখা! কী বেদনা মধুর স্মৃতি বিজড়িত। 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' কী নান্দনিক, পাঠক চিত্তের আঁধার দূর করে পাঠকের বেদনা দূর করে নতুন সমাজ, যে সমাজে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। নতুন প্রজন্মের মা হতে মাতৃত্বের প্রগাঢ় মমত্ববোধ লাগে 'মা' কোনো এক ধর্মের নয়। মা সকল ধর্মে পূজনীয়। মা কখনো গর্ভধারিণী, মা কখনো মানবচিন্তার আধার, মা কখনো স্বদেশ, মা কখনো পৃথিবী। কোহিনুর ও নীলার মা। মাতৃত্বকে অসাধারণ ফুটিয়ে তুলেছো আত্মদান গল্পে। তুমি সত্যিই অসাধারণ শিল্পী। তোমার গদ্য সাহিত্য কাব্যময়, রসময়, এক কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছি। আর সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করেছি, তুমি আরো লেখো, পৃথিবীকে আরো কিছু দাও, যতক্ষণ প্রাণ আছে বিলিয়ে দাও, প্রাণ শেষে এই মাটিতে মিশে যাবে, তবু নাম রবে, শেফালী বাংলা সাহিত্যে ঘ্রাণ ছড়াবে সেই শুভ প্রত্যাশায়-
তোমার দাদা সুকুমার চক্রবর্তী

প্রিয়ভাজন শেফালী দাস,
মানুষের জীবন কর্মময়। কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। শেফালী দাস অর্থাৎ দিদি মণি তার আত্মশক্তি কর্মশক্তি জীবনী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তিকে সমন্বয় ঘটিয়ে তার লেখনী শক্তির ধারাবাহিকতার যে বইগুলো ইতোমধ্যে সমাজশক্তির মাঝে প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ তার প্রকাশিত পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, স্মৃতিময় একাত্তর, আঁধারে জ্বলেছে ধ্রুবতারা, রক্তেরাঙা প্রিয় বর্ণমালা আকৃষ্টের সর্বচূড়ায় স্থান করে নিয়েছে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে হৃদয়ঙ্গম করার বাস্তবে স্থান করার নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। তার লেখনী শক্তি বয়সের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত চলমান থাকবে এটাই আমরা দোয়া ও আশীর্বাদের নিরিখে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।
বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মতি
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

১৫ মাঘ, ১৪৩১
২৮ জানুয়ারি ২০২৫

পরম শ্রদ্ধাভাজন কন্যা- শেফালী দাস,

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো। রক্তের সম্পর্কের চেয়েও আত্মার সম্পর্ক বড় হয়ে ওঠে আত্মদান গল্প পড়ে সেই আত্মোপলব্ধি হলো আমার। 'আত্মদান' গল্প পড়ে আমি অভিভূত, আবেগাপ্লুত।
এ গল্পে মাতৃত্বকে অসাধারণরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই-ই নয়; এ গল্পে আছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা। মানবিক চেতনার বিকাশে আপনার 'আত্মদান' ছোট গল্প একদিন পাঠ্য বইয়ে ঠাঁই পাবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' কিংবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী'র মতো কালজয়ী ছোট গল্প 'আত্মদান'। আত্মদানের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাঝে যে ত্যাগ সে ত্যাগ লেখিকারই ত্যাগ। আপনার ত্যাগের-সাধনার-সংগ্রামের জীবন। আপনি আমাদের নিকট শ্রদ্ধার, ভালোবাসার। আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা, পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ ও স্মৃতিময় একাত্তরের মতো লেখা আরো প্রয়োজন। সামাজিক অবক্ষয় রোধে আপনি অপ্রতিরোধ্য গতিতে কলম চালিয়েছেন। আপনি আমাদের নিকট নমস্য। সমাজের কুসংস্কারের কুয়াশা কেটে যাক, আলোয় ভরে যাক আত্মদানের দীক্ষায়-
সেই শুভ প্রত্যাশায়–

আলহাজ মো. নূরুন্নবী
উপদেষ্টা, ছায়ানীড়

১৬/০৩/২০২৫

লেখিকা শেফালী দি,

দিন শেষে বিকালের সোনা রোদে সিনান কালে জীবনের শতকথা ফুল হয়ে ঝরে পড়ছে পাঠকের মনোরঞ্জনে। তোমার প্রতিটা পঙক্তি প্রেরণা যোগায় আনন্দ অবগাহনে। তোমার গল্প কবিতা প্রতিটাই এক একটা জীবনকথা। শব্দগুলো সবই মণিমুক্তা। জীবন খাতার পাতায় আবদ্ধ অভিব্যক্তিগুলো মসির আঁচড়ে তুমি ফুটন্ত ফুলের মতো করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছো অতি নিপুণ কারিগরের মতো যা আমাদেরকে প্রেরণা জোগাবে আনন্দ দিবে আগত দিনে। কামনা করি তুমি বেঁচে থাকো লিখে যাও সবার জন্যে। শুভেচ্ছান্তে তোমার নগণ্য গুণমুগ্ধ।
অধ্যাপক মো. শামছুদ্দোহা

প্রিয়ভাজন শিক্ষক ও লেখক,

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর অবসর নিয়েছেন। শিক্ষকরা অবসর গ্রহণের পর নিভৃতচারীর মতই জীবন যাপন করেন; কিন্তু আপনি নিরলস সময় অতিক্রম করে যাচ্ছেন সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে। সাহিত্যচর্চায় বাংলাদেশের নারী গ্রন্থটি পড়ে আপনার জীবন সংগ্রামের কিছুটা জানলাম, এরপর সুশিক্ষার বাতিঘর টাঙ্গাইল বইটি পড়ে আপনার কর্মময় জীবন সম্পর্কে অবগত হলাম। সবচেয়ে খুশি হলাম আপনি মানব জমিন চাষাবাদ করছেন। আপনি সফল চাষী। পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চপুষ্প, স্মৃতিময় একাত্তর, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা, রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা প্রতিটি গ্রন্থ আমার নিকট নক্ষত্রসম। যে নক্ষত্র আপনি সৃষ্টি করে গেলেন তা অমর, অক্ষয়, অব্যয়। বাংলা সাহিত্যকে করেছেন আপনি জ্যোতির্ময়।

আপনাকে অভিনন্দন, স্বল্পসময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আগমন এবং সফল বিচরণ। আপনার নিরলস সাহিত্য সাধনা অব্যাহত থাকুক। সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায়–

প্রফেসর ড. সাঈদা আখতার বেগম
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু,

আশা রাখি সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে ভালো আছেন। আপনি শিক্ষক, আপনি মানুষ গড়ার কারিগর। একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে ওঠার পেছনে মা-বাবার যেমন অবদান থাকে; তেমন থাকে শিক্ষাগুরুর বৃহৎ ভূমিকা। আর এ জন্যই শিক্ষককে বলা হয় দ্বিতীয় জন্মদাতা/জন্মদাত্রী। আমি বিশ্বাস করি, সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে আপনার স্নেহময় শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে বহুদুর প্রসারিত করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথকে আলোকিত করেছেন এবং আপনার একটি বড় প্রভাব তাদের হৃদয় গহীনে আজও গেঁথে আছে।

টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছায়ানীড়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। গত ১৬/০১/২০২৫ খ্রি. সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস কক্ষে মুক্ত পাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে নিয়ে উপস্থিত ছিলাম। আমার কন্যা বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আপনার সান্নিধ্য ও আদর আমার কন্যাকে উজ্জীবিত করেছিল। যখন সে জানলো আপনি তার বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও প্রধান শিক্ষক; সে তখন আরও উচ্ছ্বাসিত হয়েছিল।

গত ৩১/০১/২০২৫ খ্রি. ছায়ানীড় পল্লীতে ছায়ানীড় আয়োজিত প্রকাশনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনার লেখা আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা বইটি আপনার অটোগ্রাফ সহকারে উপহার দিয়েছিলেন, লিখেছিলেন-সুন্দরের পথে চলো। মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা'- বইটিও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবতার নিরিখে ফুটিয়ে তুলেছেন। সর্বশেষ পৃষ্ঠায় সমরের উদ্দেশ্যে লেখা সুজাতার তিন লাইনের চিঠিটাও অত্যন্ত আবেগী ।

সাংস্কৃতিক পরিবারে আপনার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। আপনি বহুমুখী প্রতিভাধর। গান, অভিনয়, কবিতা আবৃত্তিসহ অনেক সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক কাজে আপনার অবদান রয়েছে। একসময় ছাত্র রাজনীতিতেও সংযুক্ত ছিলেন। আপনি নানাবিধ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজের জন্য, দেশের জন্য আরও লিখে যাবেন-এই প্রত্যাশা করি ।

ভালো থাকবেন ।
মো. ইকবাল মাহমুদ

১৮/০৩/২০২৫

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস দিদি,
প্রণাম রইলো। এখন প্রকৃতিতে বসন্ত বাতাস বইছে। আম্রফুলের মৌ মৌ গন্ধে কোকিলের কুহুকুহু তান। এমনি মধুর লগনে পঞ্চপ্রদীপের সুঘ্রাণ আমাকে বিমোহিত করছে। পাঁচটি ছোট গল্পই পাঁচরকমের সৌন্দর্য। প্রতিটি ছোট গল্প অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন আপনি যাতে পাঠক সহজে এর রস আস্বাদন করতে পারে। আপনার গল্পের চরিত্র নির্মাণে অসাধারণ অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা বর্ণিত হয়েছে।
এমন কী আপনার ছোট গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে নব্য সংযোজন। সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আপনি কলম ধরেছেন । এ সমাজ পাল্টাতে হলে এ ধরনের শক্তিশালী কলমের প্রয়োজন। আপনার কলমে বর্ণিত হয়েছে আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা কিংবা রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা। আপনি এমন সৃজন কাজের মধ্যে অবগাহন করে তারুণ্যের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলছেন। এমন কী আপনাকেও বয়সের ফ্রেমে বন্দি করা যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আপনি বয়সে হার মানিয়েছেন। আপনার বয়স পঁচাশি পেরিয়ে ছিয়াশিতে পদার্পণ। আপনি একদিন শত আয়ুও হবেন। একদিন এ নশ্বর পৃথিবীতে আমি আপনি থাকবো না । কিন্তু আপনার লেখা পাঠকচিত্তে নতুন চেতনা জাগাবে। নতুন ভালোবাসা দোলায় দোল দিয়ে যাবে সেই শুভ প্রত্যাশায়-
কবি শামীম আরা
ধানমন্ডি, ঢাকা।

১৮/০৩/২০২৫

প্রিয় লেখিকা শেফালী দাস,
আমার নমস্কার রইল। অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ এ ৪৪৭ নং স্টল ছায়ানীড় থেকে পঞ্চপ্রদীপ নামে একটি গল্পগ্রন্থ কিনেছিলাম। গল্পগুলো পড়ার পরে আমার ভেতরে একটা চেতনা জাগ্রত হয়। সে চেতনা মানবিক। সে চেতনা অসাম্প্রদায়িক। সে চেতনা নান্দনিক। আমি আপনার বই পড়ার পর ভাবলাম যিনি জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন সফলতার সঙ্গে তিনি আবার কলম চালিয়ে যাচ্ছেন সফলতার সঙ্গে সাহিত্য অঙ্গনে। শেফালী দি আপনি জীবন যুদ্ধে থেমে থাকেন নি। অবিরাম পথ চলার নামই জীবনের সার্থকতা। আপনার সুন্দর সার্থক জীবনের পথ চলাকে অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই ইতি টানছি। শুভ কামনা।
ইয়াসমিন ইয়াকুব জলি
শ্যামলী, ঢাকা।

মেঘবতী কন্যা শেফালী,
আষাঢ়ে ফুটন্ত কদমফুলের বৃষ্টিস্নাত শুভেচ্ছা। মেঘবতী কন্যা বক্ষে বেদনার জলরাশি নিয়ে ভেসে বেড়াও মহাকাশে। সাগর-নদী পাড়ি দিয়ে হিমালয়ের পরশ পেতে তোমার অবিরত ছুটে চলা। তোমার বৃক্ষে সঞ্চিত বেদনার জল নানাভাবে সিক্ত করে তৃষ্ণিত ধরণীকে। তোমার বেদনার জলকে কেউ বৃষ্টি বলে আবার যখন তুমি পাহাড়ের গা বেয়ে ছন্দের তালে তালে নেচে নেচে আসো তখন তোমাকে সুন্দরী ঝর্ণা বলি। তুমি যে রূপেই চলো তোমার মাধুরী আমাদের মোহাবিষ্ট করে তোমার ভালোবাসা আমাদের সিক্ত করে। তোমার সহস্র স্মৃতি আমাদের প্রীতির বন্ধনকে শক্তিশালী করে। রবির আলোয় তুমি স্বচ্ছতার সঙ্গে চলো, কিন্তু চলার পথে কোনো আঁধার তোমাকে অবরুদ্ধ করতে পারে না।
পঞ্চপ্রদীপের আলোয় চলো, পঞ্চপুষ্পের সুবাস ছড়াও। ধরণীর কিঞ্চিত আঁধার দূর হোক তোমার ক্লান্তিহীন পথ চলায়।
ইতি
অসীম দূরত্বে অবস্থান করে
ভাবনার জগতে স্বপ্নসারথী
মেঘদূত
(ড. ফারহানা ইয়াসমিন)
২২.০৩.২০২৫

২৫-০১-২০২৫ইং

শ্রদ্ধেয়া দিদি,
অশেষ শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। পৌষ মাস সমন্বয়ে এখন শীতকালের মাঝামাঝি সময় হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড কনকনে শীত, উত্তর পশ্চিম তথা হিমালয় পর্বতের দিক থেকে প্রবাহিত হিমেল হাওয়া বহমান, হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয় মৃদু শৈত্য প্রবাহ, ভোর হতে শুরু হওয়া ঘন কুয়াশার চাদর সূর্যের আলোকে ঢেকে দেয়, প্রায় সারা দিন সূর্যের আলো দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকে, বয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। জন্ম তারিখ অনুযায়ী আপনার বয়স ৭৯ বছর। ছায়ানীড় এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান বলেন, শেফালী দাসের বয়স ৮৪ বছর। এছাড়া, দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পটভূমিতে দেশ ও জাতি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ হেন মাহেন্দ্রক্ষণে উপরোক্ত তাবত বিষয়গুলোর নিরিখে আশা করি ভালো আছেন।
চলতি মাসের প্রথমার্ধে সম্ভবত ৯ তারিখ সন্ধ্যার পর ছায়ানীড় কার্যালয়ের স্টাফ আনোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে কিছু মিষ্টিসহ ছায়ানীড় কার্যালয়ে উপস্থিত হলাম। ছায়ানীড়ের প্রশাসনিক পরিচালকসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। কার্যালয়কে আগেই জানানো হয়েছিলো, লুৎফর সাহেব যেন অন্তত ঘণ্টা খানেক সময় দেন। এরপর লুৎফর সাহেব এলেন, এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার নয়ান ভাই, কি হেতু মিষ্টিসহ আগমন?' উত্তরে আমি বললাম, ১। বিগত বৎসর আমার লেখা প্রথম গ্রন্থ 'একাত্তরে বাতেন বাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে। ২। আমার একমাত্র সন্তান নাজমুল হক মনি ও বৌমা তাসলিমা আক্তার প্রীতির ঘরে জন্ম হয়েছে আমার নাতি, আমি দাদা হয়েছি, নাতির নাম আয়মান ইহান। ৩। আর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে 'বৈশাখীর' সেরা লেখক নির্বাচিত হয়েছি। উপরোক্ত তিনটি পর্বের স্বল্পপরিসরে ক্ষুদ্র আয়োজন শুধু মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা।
অনুষ্ঠান শেষে, বিদায় নিয়ে চলে আসার মুহূর্তে আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' গ্রন্থটি লুৎফর আমার হাতে দিয়ে বললো, শেফালী দাসের নিকট পত্র লিখবেন। এই রকম ১০০ পত্র সমন্বয়ে বই বের করবেন। আমি ছায়ানীড়ের আজীবন সদস্য। ছায়ানীড়-এর নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশক্রমে বইটি নিয়ে চলে এলাম।
দিদি, আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' গ্রন্থটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে আপনার সম্পর্কে কিছুটা অবগত হলাম। আপনার সাথে আমার সরাসরি কোন আলাপ হয়নি, পরিচয়ও নাই। কীভাবে, কি বলে আপনাকে সম্বোধন করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। টাঙ্গাইল বারের আমার একজন আইনজীবী বন্ধুকে শ্রী প্রবীর কুমার মোদককে জিজ্ঞেস করলাম, শেফালী দাসকে দিদি বলে সম্বোধন করা যায় কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ দিদি বলে সম্বোধন করা যায়। জন্ম তারিখ অনুযায়ী আমার বয়স ৭৪

বছর। আপনার আমার বয়সের ফারাক ৫ বছর। আবার কাকতালীয়ভাবে কিছু কিছু ব্যাপারে দুজনের মিল লক্ষণীয়।

আপনি সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া টাঙ্গাইল থেকে বিএ পাস করেন। যে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আটিয়া পরগণার চাঁদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। তাঁর দাদার নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করেন সা'দত কলেজ করটিয়া, টাঙ্গাইল। যা বঙ্গের আলীগড় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ। উল্লেখ্য, আপনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ঐ সময় সা'দত কলেজ, করটিয়া ছাত্রসংসদের ভিপি ছিলেন ৭১-এ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা, তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ। আর আমি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর শাহজাহান সিরাজকে পুনরায় ভিপি প্রার্থী হিসেবে পাই এবং তিনি ভিপি নির্বাচিত হন। আমি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে বিএ পাস করি।

দিদি, আপনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিএ পাস করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড পাস করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্মানী পেশা শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে আপনি প্রাইভেটে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন। আপনি মানুষ গড়ার বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে দায়িত্বরত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মঙ্গলের জন্য আপনি সদা উৎসর্গিত চিন্তা ও মননশীলতায় আপনি উদ্ভাসিত আলোকবর্তিকা, সাহিত্যানুরাগী, আপনি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, সদালাপী ও হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সর্বশেষ টাঙ্গাইলে মেয়েদের জন্য সেরা বিদ্যাপীঠ বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসরে যান। এখন অবসর জীবনে ছাযানীড়ে আছেন, এ পর্যন্ত ছায়ানীড়ের প্রকাশনায় আপনার চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ছায়ানীড়ের মাসিক ম্যাগাজিন বৈশাখীতে নিয়মিত লিখেন। অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত ছায়ানীড়েও আমাদের দুজনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দিদি, আমার বড় বোন নেই, ভাই বোনদের মধ্যে আমি সবার বড়। আপনার লেখা গ্রন্থ 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' পাঠ করে আর এই চিঠি লেখার মাধ্যমে মনের অজান্তেই আপনার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি বলে মনে হয়। আপনার লেখা গ্রন্থে রাজনৈতিক অঙ্গন সম্পর্কিত বিষয়ে ৫২'র অমর একুশে থেকে শুরু করে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে গঠিত যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুবের সামরিক শাসন, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কুখ্যাত হামদুর রহমান শিক্ষা নীতি বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে শেখ মুজিবের ৬ দফা, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে গণ আন্দোলন, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা হয়েছে। দিদি যখন জাতি রাষ্ট্র রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কিছু বুঝতে শিখলাম, তখন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন, ছাপ্পান্নতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আটান্নতে আমার সামরিক শাসন, রাষ্ট্রটিতে কুখ্যাত হামদুর রহমান শিক্ষা নীতি বিরোধী ছাত্রবিক্ষোভ ইত্যাদি বিষয়ে পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে অবগত হতে থাকি। আর ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আটষট্টিতে শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামী করে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এই নামে ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের, উনসত্তরের গণ আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়মন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবের মুক্তি ও বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত, আয়ূব খানের বিদায়, ইয়াহিয়া খানের আগমন। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ও স্বাধিকার আন্দোলন। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া খানের বিদায়, বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসাবে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে উপরোক্ত তাবৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা আন্দোলন, সংগ্রামে রাজপথের একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে এবং রণাঙ্গনে বাতেন বাহিনীর একজন লড়াকু সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি।

পরিশেষে, আপনার মত একজন মহান ব্যক্তিত্ব গুণিজন মানুষ গড়ার কারিগর, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম দিকপাল, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় জন, তারপর আবার সরাসরি আলাপ পরিচয় নেই, এমতাবস্থায় কি লিখতে গিয়ে কি লিখে ফেলেছি, প্রাসঙ্গিকতা বজায় আছে কি না, তা বোধগম্য নয়। তাই অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ভুল ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করে আপাতত লেখার সমাপ্তি টানছি।

ইতি

নমস্কারান্তে

বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহ উদ্দিন নয়ন

শেফালীদি,

আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন গ্রহণার্থে জানাচ্ছি যে আপনার নামে আমার একজন বড় বোন ছিলো। তিনি তার স্বামীর গৃহে শাশুড়িকে স্পিরিটের আগুন লাগা হতে বাঁচাতে গিয়ে কখন যে নিজের গায়ে আগুন লেগে সারা শরীর পুড়ে গেছে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। এমনভাবে আগুন লেগেছিলো যে হাজার বালতি পানি ঢেলেও শেষ নিঃশ্বাসের হাত থেকে ফিরাতে কেউ পারে নাই। সে জন্য যখন ছায়ানীড়ের পরিচালক মো. লুৎফর সাহেবের মুখে আপনার নাম উচ্চারিত হয় তখন বুকটা আর্তনাদে হাহাকার করে উঠে। সেই হতে আপনাকে দেখার ইচ্ছা নিবারণ করতে পারিনি। কোনো এক বিকেলবেলায় কফিশপে আপনাকে দেখার পর মনের ভিতর কান্নার ভিড় জমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সবার অলক্ষ্যে কেঁদেছিলাম। যখন শুনলাম লুৎফর ভাই আপনাকে বড় বোনের মর্যাদাতে আসীন করেছেন আমিও একবোনকে হারিয়ে আরেক বোনকে পেয়েছি। তাই যতদিন এ ভূখণ্ডে বেঁচে আছি বোনের মর্যাদায় আঁচল ছায়াতলে আশ্রিতা হয়ে থাকতে চাই যদি আঁচল তলে ঠাঁই পাই। সে যাই হোক এখন মনে হয় দিদির সাথে আগে দেখা হলো না কেন। যে মনের বহিঃপ্রকাশ যে স্নেহের হাত মাথার উপর অকাতরে বুলিয়ে দেওয়ার মত আত্মিক মন তাই আপনি আমার কাছে অন্তরের মমতাময়ী। তা না হলে এতো প্রাঞ্জল ভাষাতে লেখনীর গাঁথুনির মাধ্যমে (১) আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা (২) পঞ্চপ্রদীপ (৩) স্মৃতিময় একাত্তর এবং (৪) পঞ্চপুষ্প ফুটিয়ে তুলেছেন। সে এক অসাধারণ অনবদ্য শৈল্পিক ছোঁয়ায় আচ্ছাদিত স্পর্শের প্রাণের স্পন্দনে খোরাক যুগিয়েছেন তাতে আমাকে আবেগ তাড়িত করেছে আঁধারে জ্বলিতে ধ্রুবতারার সুজাতা, সুদীপ্তা, যতিন বাবু এবং জেঠা বাবু, এদের মাঝ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা আমাকে চেতনার পথে উজ্জীবিত করেছে। (২) পঞ্চপ্রদীপ- সুরেশ তার তিন ছেলে মেয়ে, বিত্তদের রাজাকার রাজার বাগের হত্যাকাণ্ড রুমা, রফিকুল ইসলাম এবং কোহিনুরের এদের বিশ্লেষণমূলক চরিত্র যেন জীবন্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

'স্মৃতিময় একাত্তর' মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে সকল পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে চরিত্র লিপিবদ্ধ করেছে তাতে আমার বুকে রক্তক্ষরণ অনবরত হচ্ছে। এতো নির্মম স্পর্শকাতর আবেগ ভরা লেখা এই আমার হাতে আগে পড়ে নাই। (৪) পঞ্চপুষ্প-এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সাবিতা সৃজন গোপাল তার সাথে অভিনন্দনের অপু। মনা নয়নতারা আভিজাত্যের মতো কিচ্ছা কাহিনি তাতে পার স্পর্শকারিতার সেতু বন্ধন ভালোবাসার আত্মপ্রকাশ নিজেকে বিলিয়ে দেবার মতো মন সর্ব সাকুল্যে আমাকে অভিভূত করেছে। মনে হলো কিছুক্ষণের জন্য কোথায় হারিয়ে নিজেকে খুঁজে পেলাম। প্রত্যেকটি কথার মাঝে বাস্তবতার ছোঁয়া নিবিড়ভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দিদির দোয়াত কলমের কালি সুচের মতো তার বিশ্লেষণ আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনি আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা নয় আপনি প্রথম হতে শেষাবধি প্রজ্বলিত ধ্রুবতারা জোসনার আলো হয়ে জ্বলে থাকবেন আমাদের হয়ে আমাদের মাঝে। কবির ভাষায় বলা যায়, যতদিন রবো তোমার আঁচল ছায়াতলে পাই যেন ঠাঁই তোমাকে এক পলকে যেন আমাদের পাশ হতে না হারায়। তুমি আছো থাকবে চিরদিন চিরকাল আলোর মাঝে তোমাকে বলাকার আকাশে হারাতে দেবো না কোন মাঝে। আমি ও আমার সহধর্মিণী আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

শেফালী দিদি,
শুভেচ্ছা।
পৌষের পড়ন্ত বিকেলে পাকুল্লার কবি কাননে বসে পঞ্চপ্রদীপ পড়ছিলাম। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পাঁচটি প্রদীপ। সত্যিই 'শরতের ম্লান আকাশ', 'রাজাকার', 'প্রেমানন্দে অবগাহন', 'রঙের ডানা' ও 'আত্মদান' এ পাঁচটি গল্প আমার অন্তরে পাঁচটি প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি গল্প প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। সমাজের চিত্র খুব নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করেছেন।
মা হওয়ার জন্য আর সন্তানের মুখে মা ডাক শোনার জন্যই কি এই আত্মদান?- বংশ গৌরবের ধূলায় লুটিয়ে মাতৃত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করাই গল্পকার শেফালী দাসের আত্মদান গল্পের মহিমা। ধর্ম নয়, বংশ গৌরব নয়, কাম-বাসনা নয় নিষ্পাপ শিশুর প্রতি মাতৃত্বের দাবী পূরণ 'পঞ্চ প্রদীপ'কে প্রজ্বলিত করেছে।
নান্দনিক এ গল্পের জন্য আপনাকে সাধুবাদ। সার্থক ছোট গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে শেফালী দাস নামটি অনির্বাণ শিখার মতো জ্বলছে জ্বলবে যুগ যুগ ধরে সেই শুভ প্রত্যাশায়-
কুইন ইউসুফজাই

প্রিয় লেখিকা শেফালী দাস,
অভিনন্দন। আলোর মশাল হাতে নির্ভয়ে আপনার পথ চলা। অবিরত পথ চলা। ঝর্ণার মতো ছুটে চলা। এ ছুটে চলার মাঝে নান্দনিক সৌন্দর্য আছে। ক্লান্তিহীন পথ চলায় আনন্দ আছে। চলার পথে কাঁটার আঘাত থামিয়ে দিতে পারেনি। কাঁটার আঘাত সহ্য করে আপনি ফুল ফুটিয়েছেন। আপনার ফুলের সৌন্দযর্য আমাদের বিমোহিত করে। স্বপ্নচারিণী জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রেম ভালোবাসা বিরহ আপনার জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছে। নির্লোভ চেতনা নিষ্কাম প্রেম আপনাকে করেছে অতিমানবী। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-সুকান্তের মহৎ ভাবনা আপনাকে করেছে জ্যোতির্ময়ী। অসাম্প্রদায়িক চেতনার আলোয় আলোকিত পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে আপনি কলম হাতে নিয়েছেন। অত্যল্প সময়ে 'পঞ্চপুষ্প' 'পঞ্চপ্রদীপ', 'স্মৃতিময় একাত্তর', 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা', 'রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা' গ্রন্থগুলো পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। সহস্র পাঠকের মাঝে শত পাঠক আপনার লেখা পড়ে, অভিমত জানিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে। প্রতিটি চিঠিতে পাঠকের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রয়েছে আপনার প্রতি।
স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনি সারা বাংলায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে এমন কথা বলার দুঃসাধ্য আমার নেই তবে একথা সত্যি স্বজনদের মাঝে আপনি প্রিয় হয়ে উঠেছেন। আপনি চারপাশে মানুষকে ভালোবেসেছেন তারাও আপনাকে হৃদমাঝারে ঠাঁই দিয়েছে। আপনি ভাষা কর্মশালায় গিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা:শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে' আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান কারণ শিক্ষার্থীদের নৈকট্য লাভের এ এক অনবদ্য উপায়। আপনি চুপ থেকে কর্মশালার রস আস্বাদন করেছেন, কারণ বাংলা ভাষা আপনার নিকট অতি মধুর।
ছায়ানীড়ের উদ্যোগে মুক্ত পাঠাগার গড়ার অন্যতম উদ্যোক্তা আপনি। শহরের প্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুক্ত পাঠাগার উদ্বোধন করেছেন, আপনার লেখা বই উপহার দিয়েছেন। আপনাকে নিয়ে ভক্তরা লিখেছেন। আপনার ভক্তরা কেউ কিশোর, কেউ যুবক, কেউ মধ্যবয়সী, কেউবা বয়সে আপনার চেয়েও বড়। সকলেই আপনার প্রতি আসক্ত। ভক্তদের প্রতিটি পত্র আপনার নিকট পুষ্প সম। শত ফুলের সৌরভে আপনি সুবাসিত। আনন্দিত চিত্তে অবগাহন করুন ভক্তদের মাঝে সেই শুভ প্রত্যয়ে আপনার প্রিয়ভাজন।
মো. লুৎফর রহমান
ছায়ানীড়

২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় দিদি,

আপনাকে জানাচ্ছি পৌষের কুয়াশাচ্ছন্ন শীতল সকালে বহু প্রত্যাশিত ঝলমলে রোদের সোনালি দিনের শুভেচ্ছা। সেই সঙ্গে নিবেদন করছি শত ফুলের অঞ্জলি।

আপনার স্নেহে ধন্য হয়ে যে শিশুরা আজ আত্মশুদ্ধি ও উর্বর চিন্তার অধিকারী হয়ে দেশ গড়ার বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিচ্ছে আপনি তাদেরই দিকপাল।

আপনার চিন্তায় আছে দেশপ্রেম, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবিক স্বরূপ, প্রেম-বিরহ, সকল জীবাত্মার প্রতি ভালোবাসা, মাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃত্ববোধ। মাতৃস্নেহে আপনি খুব সহজেই মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারেন। আপনার লেখার মধ্যেও রয়েছে তেমনি মমতা মাখা বর্ণচ্ছটা। অঝোর ধারায় আপনি চমৎকার শব্দে গেঁথেছেন আপনার ছোটগল্পগুলো যা নান্দনিকতো বটেই তদুপরি সমাজের চিত্রগুলোকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা পাঠককে আকৃষ্ট করে এবং সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিত বহন করে।

আপনার 'পঞ্চপুষ্প' গ্রন্থখানিতে রয়েছে পাঁচটি ছোট গল্প। এর প্রতিটি গল্প নিয়ে কিছুটা না বললে আমার অতৃপ্ত আত্মা অগ্নিদাহে দগ্ধ হবে নিশ্চয়ই।

'সুমতি' গল্পে বাঙালি মেয়েদের যে মাতৃত্ববোধের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার পাশাপাশি পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরমাত্মীয়দের নিয়ে যে জীবন চরিত্র বর্ণনা করেছেন তা আমাদেরকে শুধু মমত্ববোধই শেখায় না তা কাউকে কাউকে সাহিত্য কর্মে উদ্বুদ্ধও করে বটে।

'আপনার চেয়ে আপন যে জন'– এ গল্পটিতেও মাতৃস্নেহের কথাই ফুটে উঠেছে। নিজ সন্তান সাধন ও রাধার পরও গোপালকে নিয়ে মা সবিতার মমতার জাল বুনানো হয়েছে এবং গল্পের যে করুণ কাহিনি তা যেন অশ্রুতে গাঁথা।

'অভিনন্দন অভি' গল্পে ছয় বছরের শিশু অভির কর্তব্যজ্ঞান এবং দীপ্ত'র মা'র কাণ্ডজ্ঞানকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে যা অনুসরণ করলে সমাজ উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

'নয়নতারা' গল্পে নিজের ছোট ভাই কল্যাণ ও কুড়িয়ে পাওয়া বিড়াল ছানা নয়নতারাকে ঘিরে আপনাদের পরিবারের যে বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাতে শুধু মানুষের প্রতিই নয় পশুর প্রতিও যে মানুষের মমতা থাকা উচিত তা কল্যাণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

'কোন কাননের ফুল' গল্পে সুতপার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নারী জাগরণের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পাশাপাশি নির্দয় ও দয়াবান পুরুষের চরিত্রের মধ্য দিয়ে জাগতিক জীবনের সুখ দুঃখকে প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই কোন কল্পনা নয় বাস্তবিক।

এসব বিচারে নির্দ্বিধায় বলা যায় আপনি একজন সুলেখক, একজন ভালো গল্পকার। আপনার লেখার সুন্দর শব্দ মাধুর্যে ভরে উঠুক সাহিত্য ভাণ্ডার, গড়ে উঠুক সুশীল সমাজ, পদদলিত হোক নিষ্ঠুরতা-বর্বরতা, মমত্বের জয় হোক, আপনার ঐ ঝাণ্ডার ছায়াতলে রয় যেন মিলেমিশে মানুষে মানুষে যেখানে রবে না বিদ্বেষ, রবে শুধু ভালোবাসা– এটাই আমার প্রত্যাশা।

ইতি
সাদি সালমান
(অধ্যাপক মো. আবু মনছুর সাদি সালমান)

প্রিয়ভাজন দিদি,
পত্রের শুরুতে আমার প্রণাম রইলো। আপনার লেখা 'রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা' বইটি পড়লাম। মাতৃভাষার প্রতি আপনার যে প্রগাঢ় ভালোবাসা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। এর পূর্বে আপনার লেখা পঞ্চ প্রদীপ, পঞ্চপুষ্প দুটি গল্পগ্রন্থ পড়েছি। শিক্ষকতা জীবনে আপনি যেমন ছিলেন মুক্তমনা লেখালেখিতেও আপনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন। আপনার লেখা পড়ে পাঠক জানবে উদারতাবোধের কথা, কাল্পনিক চেতনার কথা। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায়
স্নেহধন্য ছাত্রী
রোকেয়া বেগম রুকু
শিক্ষক ও সংগঠক
টাঙ্গাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, টাঙ্গাইল।

হে মোর চিরচেনা শেফালী দিদি,
শুভেচ্ছা।
প্রায় দুই যুগ বর্ষার জলে ভাসতে ভাসতে বাংলার বহু কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে বসন্তের দিকে পা বাড়াতেই কোকিকের ডাক শুনতে পাচ্ছি। গত দুই যুগে ফুলের কোনো ঘ্রাণ আমার প্রাণকে আন্দোলিত করতে পারেনি। এইতো ক'দিন হয় 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা'র সঙ্গে নিবিড় পরিচয়।

'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা
মনরে মোর, পাথারে হোসনে দিশেহারা।'

অসীম আঁধারে দিশেহারা হইনি ধ্রুবতারার অপেক্ষায়। ধ্রুবতারা এবার আমার করতলে, তাইতো মনে আলো জ্বলে। চিরবসন্ত আমার ঘরে বিরাজ করে। এখন আমার ঘরে পঞ্চপুষ্পের সুঘ্রাণ, সুবাসিত করে মম চিত্ত।
পঞ্চপ্রদীপ দূর করে আমার সকল আঁধার। বাংলাকে আমি ভালোবাসি। বাংলাদেশ আমার মায়ের হাসি। রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা উচ্চারিত হোক বাড়ির উঠোন থেকে গণভবনের দেয়ালে দেয়ালে। ৫২, ৭১, ২৪ এ তিনটি শুধুই গাণিতিক সংখ্যা নয়; এক একটি ধ্রুবতারা ভাষা-স্বাধীনতা-বৈষম্যহীনতা এ তিনের অণ্বেষায় কলম চালিয়ে যান, নব্য প্রজন্ম জানবে শেফালী দাসকে। শতবর্ষ পরে এই পৃথিবীর কোনো ঘরে ভার্চুয়াল মানবের হাতে একচুয়াল শেফালী দাসের সুমতি কথা বলবে।
আজ আর নয়–

বেঁচে থাকুন শত ফুলের সৌরভে,
বেঁচে থাকুন বাংলা ভাষার গৌরবে।

আপনার প্রিয়ভাজন
বিলকিস সালাম
প্রধান শিক্ষক
মতিঝিল গভ. বয়েজ হাই স্কুল

শ্রদ্ধাভাজন বড় দিদি,

শ্রদ্ধা নিবেন। পরমেশ্বরের কৃপায় আপনি নিশ্চয়ই ভালো আছেন। সারাটি জীবন শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আলোকিত সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। শিক্ষার প্রদীপ হাতে আজও নিরন্তর পথ চলছেন। যা হোক, শ্রদ্ধেয়া, আমি আপনার নামের সাথে সেই ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। কিন্তু আপনার ছাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ছোটবেলা থেকে শুনে আসা নামের সাথে পরিচিত সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হওয়াতে নিজেকে ধন্য মনে করি। তখন শুনেছি বিন্দুবাসিনী মানে শেফালী দাসের ভয়ে কাঁপতো গোটা শিক্ষার্থী, আপনার ছাত্রীদের শাসনও করেছেন, আবার সোহাগও করেছেন। যার ফলে অনেক ছাত্রী আজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত। তারা আজও আপনার নাম শোনামাত্র শ্রদ্ধায়াবনত হয়ে পড়ে। আজও সবার অন্তরে শ্রদ্ধার পাত্র আপনি। এমন জীবন আপনি করেছেন গঠন মরিলে হাসিবেন আপনি কিন্তু কাঁদিবে ভুবন। সার্থক জনম আপনার। ৮০ উর্ধ্ব বয়সেও আপনি থেমে থাকেন না, চালিয়ে যান কলম অনবরত। একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টি করে সাহিত্য জগতেও আপনি একজন কলম সৈনিকের ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এখনো কীভাবে ছুটে চলেন সর্বস্তরে বাংলা ভাষার বিস্তার ঘটাতে বাংলা ভাষার ফেরিওয়ালার সঙ্গে। বিভিন্ন পিটিআই থেকে বিভিন্ন স্কুল কলেজে। কখনো আপনার মধ্যে ক্লান্তি দেখিনি। দেখিনি কোনো অলসতা, কারো উপর নির্ভরশীলতা দেখিনি, তেজোদীপ্ত মনোবল নিয়ে ছুটে চলেন সেই রবীন্দ্রনাথের একলা চলো নীতিতে দৃঢ় মনোবলে নিয়ে। এখনো প্রাণবন্ত যৌবনা নদীর স্রোতের মতো ছুটে চলেন। ঝর্ণার গতির মতো প্রবাহিত আপনার ছুটে চলা। আপনার ছুটে চলা দেখে আমার ছুটে চলতে ইচ্ছে করে। ঐ যে তৃণ চাহে উড়িবারে। ছায়ানীড় আপনার প্রাণের সংগঠন, ছায়ানীড়ের নির্বাহী পরিচালক আপনার আদরের ছোট ভাই। দু'জনের গতি প্রকৃতিতে সাদৃশ্য বিরাজমান। এখনো ধ্রুবতারার মতো আলো জ্বেলে যাচ্ছেন আপনি। আপনার পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, স্মৃতিময় একাত্তর, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এখানেই লেখকের সার্থকতা যে প্রতিটি পাঠক আপনার লেখা পড়ে আপনাকে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে চিঠি লিখেছে। আপনি আমাদের মাঝে উৎসাহ অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে বটবৃক্ষের মতো ছায়া হয়ে বেঁচে থাকেন দীর্ঘ দিন। সেই শুভ প্রত্যাশায় আপনার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শাহানাজ রহমান

প্রিয় বান্ধবী শেফালী,

বসন্তের শুভেচ্ছা। প্রকৃতিতে যেমন বসন্ত বিরাজ করছে আমার মনোরাজ্যে বসন্ত-হাওয়া দোলা দিয়ে যাচ্ছে। সারাজীবন শিক্ষকতা করে জীবন সায়াহ্নে এসে কলম হাতে নিয়েছি। সমাজের নানান অবক্ষয়ের চিত্র দেখি পত্রিকায় টেলিভিশনে সম্প্রতি মুঠোফোনে সারা দুনিয়ার খবর দেখি-শুনি। যখন ভালো না লাগে জানালা খুলে নীল আকাশ পানে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি আমিও যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম, আমিও যদি মেঘের মতো ভাসতে পারতাম, কী না আনন্দ হতো।

তবে যখন কলম হাতে নেই, কবিতা লিখি তখন জীবনের পরতে পরতে অবগাহন করি। কদিন যাবত ভালো লাগছে আপনার লেখা 'পঞ্চপুষ্প' ও 'পঞ্চপ্রদীপ' পড়ে। গল্পগুলো কী অসাধারণ! কাব্যময়।

মানুষে মানুষে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি আপনার প্রতিটি লেখা বৈচিত্র্যময়, নান্দনিক, চিত্তাকর্ষক।

যতদিন বেঁচে আছি কলম ছাড়বো না, যতদিন বেঁচে আছি আমার প্রিয় বান্ধবী শেফালী দাসের লেখা পড়ে জীবনের স্বাদ নেবো, নতুন করে বাঁচার, নতুন করে দেখার শক্তি সঞ্চয় করবো।

নতুন লেখা পাবো, সেই প্রত্যাশায়

হোসনে আরা বেগম জোসনা

বেড়াডোমা, টাঙ্গাইল।

প্রদৃপ্তা বর্ষীয়সী,

অভিবাদন! স্বাগত জানাচ্ছি আপনার বয়সকে। আপনি তো আপনাকেই অতিক্রম করেছেন। সত্যি অদ্ভুত! আপনি প্রত্যেকটি নারীর জন্য এক জীবন্ত উদ্দীপনা। লুৎফর রহমান স্যারের মাধ্যমে আপনার বইটি পেয়েছি। তার নিকট আপনাকেও জেনেছি শ্রদ্ধেয়া। আপনার ব্যক্তিত্বে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আপনার 'পঞ্চপুষ্প' এর প্রতিটি পুষ্পের ঘ্রাণ নিয়েছি আমি। প্রতিটি পুষ্পই সুবাসিত। সুমতি, আপনার চেয়ে আপন যে জন, কোন কাননের ফুল, গল্প তিনটিতেই দীপ্তিময়ী নারীদের এঁকেছেন আপনি। শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও নারীর সহজাত প্রেম, বাৎসল্য ও করুণা আপনার গল্পের নারীদের মধ্যে দেবীত্ব স্থাপন করেছে। 'অভিনন্দন অভি' গল্পে এক শিশুর মানব প্রেম ও 'নয়নতারা' গল্পে পশুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দেয়। আপন আলোয় আলোকিত নারী সুতপা তার চারপাশকে আলোকিত করেছে। এমন একটি ফুল যে শুধু গন্ধ বিলিয়ে গিয়েছে। গল্পের শেষে সুতপার বৈধব্য বেশ পাঠক হৃদয়কে মথিত করে।

পঞ্চপুষ্পের সুরভিত গোলাপ সুমতি। যুক্তি- বুদ্ধি দিয়েই শুধু মানুষ নয়। সুমতির আবেগ তাকে পূর্ণতা দিয়েছে। আপনার লেখনীর গুণে সুমতি টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠেনি। সুমতি চরিত্র তাই অনবদ্য। গল্পটিও সার্থক ছোট গল্প হয়েছে। নারী মাতৃত্বের আধার। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। মাতৃরূপেই নারী শ্রেষ্ঠ। এই সত্যগুলো সুমতির মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই তো সুমতি অনন্য।

আপনার 'পঞ্চপুষ্প' এর প্রতিটি গল্পই পাঠককে ভাবিত করে। এটাই গল্পের সার্থকতা এবং আপনার লেখনীর সার্থকতা শ্রদ্ধাভাজনেষু। আপনার লেখা বাংলা সাহিত্যকে আরও ঋদ্ধ করবে এটাই আমার কাম্য।

সুপ্রিয় লেখিকা, পরিশেষে আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ইতি
আপনার গুণমুগ্ধ
নীলুফার ইয়াসমিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় দিদি,
প্রণাম রইলো। প্রকৃতিতে এখন বসন্ত বিরাজ করছে। আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ। কোকিলের কুহুকুহু তান ভেসে আসে বসন্ত বাতাসে। এমন মাহেন্দ্রক্ষণে আমার হাতে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, স্মৃতিময একাত্তর, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা ও রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা। আপনার লেখা গল্প, উপন্যাস, একাত্তরের স্মৃতিকথা আর কবিতা পাঠ করে আমি ঋদ্ধ হয়েছি।
প্রাঞ্জল ভাষা, কাহিনি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুসাহিত্যিক আপনি। আপনাকে অভিনন্দন এমন নান্দনিক গ্রন্থ রচনার জন্য। আপনি আরো লিখুন। আপনি আমার হৃদয়ে আসন অলঙ্কৃত করে আছেন আদর্শ শিক্ষক ও সৃজনশীল লেখক হিসেবে।
বসন্ত বয়ে যাক বারোমাস বাংলা সাহিত্যের আকাশে বাতাসে। শেফালীর সুঘ্রাণ ছড়াক পাঠক চিত্তে। শুভ কামনায়
কবি নাহিদ হোসনা
এইচ.ফাইভ
সাফ অর্চার্ড
বিন্দুবাাসিনী গার্লস স্কুল রোড, রেজিস্ট্রিপাড়া, টাঙ্গাইল

প্রাণপ্রিয় শেফালী দাস
বসন্তের শুভেচ্ছা,
এই বাংলার 'সোঁদা মাটির ঘ্রাণ' নেয়ার জন্য প্রতি বছর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে চলে আসি অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে। এ বছর বইমেলা ছায়ানীড়ের ৪৪৭ নম্বর স্টল থেকে পঞ্চপ্রদীপ ও পঞ্চপুষ্প সংগ্রহ করেছি। আমার নিকট দুটো বইই খুব ভালো লেগেছে। পঞ্চপ্রদীপ পাঁচ প্রদীপের সমাহার এক প্রদীপের আলোতেই ঘরের আঁধার দূর হয় কিন্তু পঞ্চপ্রদীপ আলোর ঝর্ণাধারা পাঁচটি ছোটগল্পের সমাহার। কী অসাধারণ নাম। প্রাঞ্জল ভাষা। কাহিনি বর্ণনায় সরলতা। চরিত্র চিত্রায়ণে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি ছোটগল্পে সমাজ সংস্কারের নান্দনিক বার্তা। গল্পের বিষয়বস্তু আমাদের সমাজের, আমাদের ঘরের, আমাদের মেধামননের সংকট দূরীকরণে আপনার এ প্রয়াস সত্যিই সাধুবাদ পাবার যোগ্য।
আমেরিকা চলে যাবো কিন্তু বাংলাদেশের লেখিকা শেফালী দাসের গল্পের চেতনায় আমার মনকে রাঙিয়ে নিলাম। আপনার রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা ভাষা প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেঁচে থাকুন বাংলা ভাষায়, আমিও নতুন প্রত্যাশায় প্রহর গুনবো আগামী ২০২৬-এর বইমেলায় আপনার নতুন কোন গ্রন্থের নতুন কাহিনি জানার।
ভালো থাকুন, এই বাংলার সোঁদা মাটির ঘ্রাণ আপনার প্রাণকে সজীব করুক, চেতনাকে জাগ্রত করুক সেই শুভ কামনায়
সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন

শ্রদ্ধাভাজন শেফালী দাস,
নমস্কার।
অভিনন্দন। সাহিত্যের বিশাল ভুবনে আপনার সফল বিচরণ। আমি আনন্দে অভিভূত মুগ্ধ। আপনার পঞ্চপুষ্প ও পঞ্চপ্রদীপ পড়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমার সাধ জেগেছিলো আমিও শেফালী দিদির মতো লেখক হবো। লেখালেখি জগতে আপনি আমার অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎসাহদায়িনী। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলছি। আপনি যখন জনপ্রিয়তার উর্ধ্বাকাশে চাঁদের মতো জ্যোতি ছড়াচ্ছেন সেই মুহূর্তে আমি মাটির প্রদীপ হয়ে নিভু নিভু জ্বলছি। আমার জীবনের কথা এবং কানাডা ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলাম বহুপূর্বেই। ছায়ানীড়ের পরিচালক অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমানের আন্তরিক আগ্রহে আজ পাণ্ডুলিপি পুস্তক আকারে পাঠকের হাতে দিতে পারছি। আপনাকে ধন্যবাদ আমার বইয়ের শুরুতে আপনার আশীর্বাদ পেয়ে। আপনার আশীর্বাদের হাত আমার মাথার উপর থাকুক আজীবন, সেই শুভ প্রত্যাশায়–
ঝর্ণা চন্দ
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

শ্রী চরণেষু মাসি,

পত্রের প্রথমে আমার প্রণাম নিও। আশা করি ভালো আছো। এবার টাঙ্গাইল গিয়ে তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি। মার শরীরটা ভালো ছিল না তাই মার সাথেই সার্বক্ষণিক থাকতে হয়েছে। এরপর গেলে নিশ্চয়ই আসব তোমার সাথে দেখা করতে। জানো মাসি, তোমাকে দেখলে আমি অনেক সাহস পাই। আমার অবসরের ভয়টা করে না। যদিও আমি তোমার মত লেখক নই, গল্প কবিতা কিছুই লিখতে পারি না। মনে হয় যে অন্তত কাজ করে যেতে পারব। তুমি একাধারে লেখক, কবি আবার আবৃত্তিকার! এই শরীরেও কী করে পারো বলো তো?
ও হ্যাঁ, সম্প্রতি তোমার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' পড়লাম। নামটা রবিঠাকুরের গান থেকে নেয়া না? ঐ যে গো "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা, মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা"। কেমন করে এগুলো তোমাদের লেখকদের মাথায় আসে বলো তো? একটি গল্পের কয়েকটি চরিত্রেকে দিয়ে গোটা ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরলে। খুব কষ্ট লাগল সুজাতার মৃত্যুতে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। আচ্ছা মাসি সুজাতার মৃত্যুটা কী খুব প্রয়োজন ছিল? বেশ তো প্রথম থেকে খুব সহজভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল গল্পটা। কিন্তু জীবন যে সরলরেখায় চলে না, সুজাতার মৃত্যুটা দিয়ে জীবনের জটিলতাকে বুঝিয়ে দিলে তুমি।
মাসি জানো, মা কিন্তু আগে খুব বই পড়ত! আমার বই পড়ার অভ্যেসটা মার থেকে পাওয়া। দাদাও পড়ত। দস্যু বনহুর, দত্তা, নীহার রঞ্জন গুপ্তের বইগুলো মা পড়ে রান্না করতে যেত। সেই ফাঁকে চুরি করে পড়তাম। এখন আফসোস হচ্ছে জানো, তোমার সাথে যদি মার সুস্থ অবস্থায় দেখা হত খুব ভালো হত। তাহলে তোমার বইগুলো মা পড়তে পেত। তোমার সাথে গল্প করে বাবার স্মৃতি ভুলে থাকতে পারত। হয়তো তোমার সান্নিধ্যে এসে একটু আধটু লেখাও শুরু করত।
সেদিন তোমার বাসায় যখন কবিতা আবৃত্তি করছিলে, আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। তোমরা লক্ষ্য করোনি। সাদীর গান তো অনেক শুনেছি। তাই ও যখন গান করছিল তখন আমি তোমার কয়েকটি কবিতায় চোখ বুলিয়েছি। অসাধারণ! জানো মাসি আমারও খুব ইচ্ছে করছিল আবৃত্তি করতে। কিন্তু তোমরা আমাকে কেউ বললে না। নিজে থেকে করতে লজ্জা লাগছিল কারণ আমি আসলে অত ভালো পারি নাতো।
মাসি জানো, এবার আমার বইমেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আসলে জামালপুর থেকে এসে সময় করে উঠতে পারিনি। তোমার বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের দিনও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কি একটা উটকো ঝামেলা হয়ে আর যাওয়া হলো না। বইমেলায় যাইনি, কয়েকটি বই কিনিনি এমন বছর মনে পড়ে না। খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু তোমার, লুৎফর ভাইয়ের আর ইউসুফ ভাইয়ের বইগুলো পেয়ে সে দুঃখ কিছুটা কমেছে। বইমেলার চেহারাটা দেখতে পাইনি কিন্তু বই তো পেয়েছি! সবকিছুর জন্য একটা বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে দিও লুৎফর ভাইকে। আচ্ছা মাসি অনেক কথা লিখে ফেললাম। আজ শেষ করছি। তোমার শরীরের যত্ন নিও, ওষুধগুলো খেও মনে করে। লেখো, তবে রাত জেগে নয়, কেমন? ভালো থেকো।
ইতি
তোমার অর্চনা

শ্রীমতি শেফালী দাস,
প্রণতি জানাই।
আপনার সংগ্রামী জীবনকে অভিনন্দন। আমার স্বামী অধ্যাপক ডা. রতন চন্দ্র সাহার নিকট আপনার প্রশংসা শুনে আসছি বহুকাল ধরে। আপনি টাঙ্গাইল শহরের অন্যতম নারী বিদ্যাদায়িনী প্রতিষ্ঠান 'বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে আপনার কঠোর শাসনের কথা শিক্ষার্থীরা কোনোদিন ভুলবে না। শিক্ষার্থীদের স্নেহদানে আপনার কোমল পরশ প্রশংসনীয়। শিক্ষকতা জীবনে আপনি অনির্বাণ শিখা। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় আপনি যেভাবে আলোর মশাল হাতে এগিয়ে চলছেন তা সত্যিই মঙ্গল বার্তা বয়ে আনবে। আমাদের সকল অবক্ষয় দূর করে অসাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দূর করে মুক্তমনা সমাজ গড়তে আপনি লিখেছেন পঞ্চপ্রদীপের মতো সার্থক ছোট গল্প। পঞ্চপ্রদীপ আলো ছড়াবেই পঞ্চপুষ্প সুবাস ছড়াবেই এ আমার সুদৃঢ় প্রত্যয়। ছায়ানীড় পরিচালিত মুক্ত পাঠাগার গড়ার অগ্রণী ব্যক্তিত্ব আপনি। আপনার মুক্তচিন্তা, মুক্ত মন ধরণীকে আলোকিত করবে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।
আপনার সাহিত্য চর্চা সার্থক সুন্দর ও মঙ্গলময় হোক।
কুমকুম সাহা
আদালতপাড়া, টাঙ্গাইল।

শেফালী দিদি,
নমস্কার।

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষ আসে, মানুষ চলে যায় ক'জন কার খবর রাখে? তবুও ধরণীতে কাব্যে কারো স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে। আপনি দেবী সরস্বতীর কৃপায় জীবনের অধিকাংশ সময় বিদ্যা বিতরণে নিবেদিত ছিলেন। শিক্ষক হিসেবে স্বজনদের মাঝে আপনি সুপরিচিত। সম্প্রতি আপনার পঞ্চপ্রদীপ পড়ে বিস্মিত হয়েছি। গল্প গ্রন্থ পঞ্চপ্রদীপ নক্ষত্রের ন্যায় আলো ছড়াবে যুগ যুগ ধরে। অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলুক পঞ্চপ্রদীপ হৃদয়ের আঁধার দূরীভূত হোক। অসুর নাশীয় সুরের আগমন ঘটুক ধরণীতে। সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোয় জ্যোতির্ময় হোক আমাদের চারিপাশ।
আপনি আলোকিতজন, আপনার আলোয় চারিদিক আলোকিত হোক। সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে আপনি আমাদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেই শুভ প্রত্যাশায়।
শ্রী নিরঞ্জন ভৌমিক
কলেজপাড়া, টাঙ্গাইল

২৮/০১/২০২৫

পরম শ্রদ্ধেয়া দিদি,

প্রণাম, এক আকাশ ভালবাসা আর শ্রদ্ধা।

আপনার 'পঞ্চপ্রদীপ' পড়তে বসে আমি কখনও দেবীর প্রেমে পড়েছি, কখনও বিশুর, কখনওবা বিশুর পরিবারের। কিন্তু আমার সমস্ত প্রেম উবে গেছে..... বিশুর কৃতঘ্নতায়। যেখানে বেশির ভাগ পুরুষের চরিত্র জেগে উঠে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করেছে আমাদের মনের রাজপথ, যেন বলতে চেয়েছে আমরা এমনই, আমরা এমনই করে থাকি, ভালবাসা বলে কিছু নেই আমাদের মনে, আমরা শুধুই স্বার্থ আর সময়কে চিনি, অন্যকিছু নয়.... অন্য কাউকে নয়। ভীষণ কষ্ট পেয়েছি বিশুর এই পরিবর্তনে।

'রাজাকার' একটি বাস্তবধর্মী ঐতিহাসিক জীবনচিত্র। যেখানে যুদ্ধকালীন মানুষের জীবনযাত্রা, বেঁচে থাকার যুদ্ধ আর শত্রুর বিরূদ্ধ যুদ্ধ, দুটোই একসাথে চালিয়ে যেতে হয়েছিল সবাইকে। হাসানের মত রাজাকারেরা আজও বেঁচে আছে আমাদের সমাজে, যারা কেড়ে নেয় আমাদের বিশ্বাস, ভালবাসা, আর বিনিময়ে করে সর্বনাশ। আর আমাদের মেজদিরা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের সাহস দেয়, যুদ্ধ করার শক্তি দেয়, আর দেয় মায়ের মত বুকে আগলে রাখার মমতার চাদর। অথচ সেই মেজদিই একদিন হারিয়ে যায়, নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ দিয়ে স্বাধীনতার ফুল ফোটায়। শ্রদ্ধা মেজদিদের জন্য। যেন এক অসাধারণ গল্প গাঁথা।

'প্রেমানন্দে অবগাহন' পড়ে মনে হয়েছে সত্যিই যেন প্রেমে প্রেমে মাখামাখি, মানুষে মানুষে প্রেম,আবার মানুষের সাথে পশুপ্রেম। খুব ভাল লেগেছে পারুলের মায়ের পাখি প্রীতি। তবে মরিয়মের চলে যাওয়াটা লালুর চলে যাওয়ার সাথে যোগসূত্র রেখে গেছে। এমন গভীর মমত্ববোধ বিরল।

'রঙের ডানা' তে ভর করেই যেন নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মিলন হলো প্রেমী যুগল দীপ্তি আর শংকরের, খুব ভাল লাগলো।

আর 'আত্মদান' যেন রুমার আত্মত্যাগের মহিমায় প্রজ্বলিত এক গল্প। যেখানে ধর্ম, সমাজের রক্তচক্ষু সবকিছুকে ছাপিয়ে মানবতা সমস্বরে চিৎকার করে বলছে ধর্ম বলতে শুধু আমি, আমিই সব ধর্মে জেঁকে বসে আছি, বসে আছি মানবতার জয়গান গাইতে, আমাকে গ্রহণ কর, ভালবাসো।

আপনাকে আমার মনের কথাগুলো শব্দ সাজিয়ে জানাতে পেরে আমি ধন্য, আমি অনুপ্রাণিত হই আপনার লেখার শক্তি ও ইচ্ছে দেখে। সৃষ্টির জন্য আপনার শুভ কামনাকে আমি শক্তিতে রূপান্তরিত করি, লেখার সাহস পাই, আরও ভালবাসতে ইচ্ছে করে মানুষকে।

সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সুস্থ রাখুন, দীর্ঘজীবী হোন, এই কাম্য।

আঁখি খন্দকার

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,

চিঠির শুরুতেই আপনাকে জানাচ্ছি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। আশা করি সৃষ্টিকর্তার কৃপায় মঙ্গলমতই আছেন। অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ ৪৪৭ নম্বর ছায়ানীড়ের স্টল থেকে পঞ্চপুষ্প নামে একটি বই সংগ্রহ করার সুযোগ হয় আমার। পঞ্চপুষ্প একটি গল্পগ্রন্থ। এ গ্রন্থে ৫টি ছোট গল্প ঠাঁই পেয়েছে। শুরুর গল্পটাই আমার খুব ভালো লেগেছে। গল্পের নায়িকা সুমতির মহানুভবতা ও ত্যাগের জীবন ভাবিয়ে তুলেছে। এরপরে দ্বিতীয় গল্পটি 'আপনার চেয়ে আপন যে জন' এ গল্পে গোপালের প্রীতিগঠিত যে মাতৃস্নেহ তা সত্যিই অকৃত্রিম। অভিনন্দন অভি গ্রন্থের তৃতীয় গল্প, চতুর্থ গল্প নয়নতারা এবং পঞ্চম গল্প কোন কাননের ফুল প্রতিটি গল্পে নারীর মর্যাদার কথা চিত্রায়িত হয়েছে। নারীরা শক্তি, নারীরা মমতাময়ী, নারীরা কল্যাণময়ী নারীরা সমাজ বির্মিাণের হাতিয়ার এ মূলমন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় কোন কাননের ফুল গল্পে। প্রতিটি গল্পের চরিত্র চিত্রায়ণ অসাধারণ। অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা গল্পের মূল বিষয়বস্তু। প্রাঞ্জল ভাষায় নান্দনিক উপস্থাপনায় পঞ্চপুষ্প সুগন্ধ ছড়ায় পাঠকের মনে। আবার পাঠকের মাঝে। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায়–

প্রকৌশলী মো. রুহুল আমীন

লেখক

শ্রদ্ধাভাজন শেফালী দিদি,

প্রথমেই জানাই প্রকৃতিতে রাজকীয় শোভা বিস্তারকারী ঋতুরাজ বসন্তের এক ডালি ফুলের ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভরা ভালোবাসা ও শুভ কামনা। অধিক পরিশ্রম শেষে ঘর্মাক্ত, শরীরে প্রাণিকুল খোঁজে ছায়া। তদ্রূপ সাহিত্য পাগল খোঁজে াস্থাভাজন সাহিত্য নীড়। সেই মজবুত সাহিত্যচর্চার আবাসস্থল হচ্ছে ছায়ানীড়। লুকিয়ে থাকা প্রতিভা জনসম্মুখে তুলে ধরাই হচ্ছে ছায়ানীড়ের সৌন্দর্য। স্নেহময়ী জননী শেফালী দাস আপনার অনবদ্য জীবনী এ প্রজন্মকে করেছে সমৃদ্ধ। সেই সাথে উৎসাহ পাবে সংস্কৃতমনা ব্যক্তিত্ব।
আশি উর্ধ্ব বয়সের আলোকিত মানুষটিকে সামনাসামনি দেখা, স্পর্শ করা, আপনার কথা শোনা, পাশাপাশি বসা কতটা সৌভাগ্যের তা কলমের আঁচরে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। তবু অবাধ্য মন লিখতে চায় কী করবো? আপনার আত্মজীবনী পড়ে আমি বিমোহিত, আপ্লুত, স্তম্ভিত। এই অসামান্য প্রতিভার নারীর যোগ্য মর্যাদা কী আমরা আদৌ দিতে পেরেছি?
আপনি লেখিকা, শিল্পী, অভিনেতা, সাংগঠনিক, রাজনীতিবিদ, বাচিক শিল্পী, আদর্শ শিক্ষক, সৃজনশীল প্রতিভাময়ী, এছাড়া অসম্ভব মেধাবী ও শিক্ষানুরাগী। যে কেনো আন্দোলনে ছিলেন সক্রিয় অগ্রদূত। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্য মুক্তিযোদ্ধা। এতটাই দেশপ্রেমিক বাংলার হিন্দু সমাজের কঠিন সময়েও আন্দোলন চালিয়ে যেতেন। আপনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন। ভারতে শরণার্থীদের সাহায্য ও সেবা করেছেন। এই জীবন ধর্মী রচনা প্রকাশ অব্যাহত থাকুক। কীর্তিমানদের সুগন্ধ ছড়িয়ে পুড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ধন্য হোক পাঠককুল।
আজ এখানেই ইতি টানছি। আবার হবে কোনো এক যশস্বীর যশ নিয়ে।
আপনার সৃজনশীলতায় মুগ্ধ
কমলা সরকার
উপাধ্যক্ষ
উপজেলা প্রশাসন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

৭ মার্চ ২০২৫
শ্রদ্ধাস্পদেষু দিদি,
আসসালামু আলাইকুম। আপনার লেখা 'রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা' কাব্যের বইটি পড়ে ভালো লাগলো। নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে কবিতার বইটি। স্বপ্ন দেখা, যখন আমি থাকবো না, চির সুন্দর আমার ইত্যাদি কবিতাগুলো ভালো লেগেছে। কাব্যের বইটি পড়তে যেয়ে মনে হয়েছে মায়ের ভাষাকে হারিয়েও বারে বারে ফিরে পাই। কত কুদৃষ্টি এ বাংলার পরে। হায়েনারা, শকুনেরা থাবা বসায় এ বাংলায় বারংবার।
বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বইটি প্রশংসনীয়। বইটি হাতে পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর সাবলীল ভাষায় লেখা কাব্যগ্রন্থটির জন্য। আবারো আপনার কাছে নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা রইলো।
ইতি
আপনর স্নেহের
সালমা খান

শ্রদ্ধেয় দিদি,
পত্রের শুরুতে বাসন্তী শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আপনার পঞ্চপুষ্প বইটি পড়েছি। বইটি পড়ে এতটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছি যে, আপনার বইটিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। বইটিতে রয়েছে পাঁচটি গল্প। প্রতিটি গল্পই যেন বাস্তবতার আলোকে ও জীবন সাদৃশ্য। বাংলার চিরায়ত রূপ থেকে ওঠে আসা মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ চিত্র গল্পের পরতে পরতে। বইটি পড়ে খুবই ভালো লেগেছে। বইটি পড়ে ভালো লাগার আরও কারণ হলো বইটিতে নেই কোনো মানুষে মানুষে ভেদ আর আত্মদান গল্পে মাতৃত্ববোধের কাছে হার মেনেছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ। এমনই চমৎকার উপস্থাপন এবং লেখনী চিন্তাধারা যেন অব্যাহত থাকে সেই প্রত্যাশায়।
সেলিনা আক্তার
সহকারী শিক্ষক (আইসিটি)
রাশেদ হাসান উচ্চ বিদ্যালয়

১৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শেফালী দিদি,
প্রণাম রইলো।
আমি নিশ্চল। নির্বাক নই।
সূর্যের মতো স্থির দাঁড়িয়ে আলো বিতরণ করতে চাই পৃথিবীর এপাশ ও পাশ। আলো বিতরণ করতে হলে আগে নিজেকে আলোকিত হতে হয়। আপনার পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চপুষ্প, স্মৃতিময় একাত্তর, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা, রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা আমার নিকট অতি সুখপাঠ্য বই।
আমি বই পড়ি। পত্রিকা পড়ি। পৃথিবীর যত রঙ আছে সব রঙে রঙিন করি নিজেকে ঠিক যেনো স্টিফেন হকিং-এর মতো বিজ্ঞানী নই তার মতো স্থিরভাবে বসে থাকি, শুয়ে থাাকি নিজ বাসভবনে।
পড়ি আর ভাবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য আর শেফালী দাসের মতো কলম সৈনিকরা যে সুন্দর পৃথিবী প্রত্যাশা করেন, এমন সুন্দর পৃথিবী কবে পাবো আমরা?
লেখকের কল্পনার পৃথিবী ধূলির ধরায় প্রশান্তি নিয়ে আসবে এমন প্রত্যাশায়
গৃহবন্দী পাঠক
ফাতিমা
কাগমারী

শ্রদ্ধেয় দিদি,
শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিবেন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে নিবেদিত ছিলেন শিক্ষকতার মতো মহান পেশায়। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক কৃতী শিক্ষার্থী তৈরি করেছেন যারা আজ প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নিলেও হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। ইতোমধ্যে সৃষ্টি করেছেন পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, স্মৃতিময় একাত্তর, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা, রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা নামে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ। যে গ্রন্থের নির্যাস আপনার নামের মতই সৌরভ ছড়াচ্ছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে আপনার বইগুলো প্রকাশনার ক্ষেত্রে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখার। প্রকাশিত বইগুলো একত্রে একটি বাগান। যে বাগানের মালি হলেন আপনি। মালি যেমন পরম যত্নে গাছে ফুল ফোটায় তেমনি আপনিও এক একটি বইয়ের মাধ্যমে ফুল ফুটিয়েছেন। যে ফুল সৌরভ ছড়াবে আজীবন।
আপনি শুধু ফুল ফোটানোতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। সেই ফুল দিয়ে মালা গেঁথে মুক্ত পাঠাগার স্থাপন করেছেন বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নতুন প্রজন্ম সেই পাঠাগার থেকে বই পড়ে আপনাকে জানবে, নেবে শেফালী ফুলের সৌরভ।
আপনি সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হউন। শুভকামনা রইলো-

তারুণ্য তাওহীদ
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ, ছায়ানীড়

শ্রদ্ধাভাজন দিদি শেফালী দাস,
পত্রারম্ভে প্রণাম রইল। অমর একুশে বইমেলায় ৪৪৭নং ছায়ানীড়ের স্টল থেকে পঞ্চপ্রদীপ একটা কপি সংগ্রহ করি। এই গ্রন্থের পাঁচটি ছোট গল্প আমার ভাল লেগেছে। আপনার লেখার শক্তি অসাধারণ। প্রাঞ্জল ভাষায় কাহিনী বর্ণনা করেছেন, চরিত্র চিত্রায়নে আপনি অসাধারণ অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষকতায় এবং লেখনীতে আপনি একজন কিংবদন্তী। লেখক হিসেবে আপনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এতে সত্যিই ধন্য আপনি। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায়
সুবর্ণা আক্তার

১৭/৩/২০২৫

পরম পূজনীয় শেফালী দি,
আমার পরম শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন।
আপনি একজন মানুষ গড়ার কারিগর আবার বাস্তবধর্মী ও সৃজনশীল কলম সৈনিক। আপনি একজন সাদা মনের মানুষ। আপনি নানা গুণে গুণান্বিত। বসন্তের পড়ন্ত প্রহর আর আগমনী বৈশাখের মন মাতানো পরিসরে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা এবং রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা গল্প, উপন্যাস, কবিতা আর একাত্তরের স্মৃতিকথা যেভাবে পাঠক মহলে উপস্থাপন করেছেন, সাথে প্রিয় বাংলা ভাষার প্রতি যে মমত্ববোধ তুলে ধরেছেন তা সত্যিই মানসপটে ধ্বনিত হবে বার বার। আপনি দীর্ঘায়ু লাভের মাধ্যমে আরো অনেক লিখবেন সমাজ তথা দেশের জন্য যাতে সমাজ আপনাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখে স্মৃতির আয়নায়। এমন শুভ প্রত্যাশায় আপনার স্নেহের
মুজাম্মেল হক মিলন

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু

আপনার প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আপনি যে বয়সকে শুধুই একটি সংখ্যা বানিয়ে দিয়েছেন, তা আমাদের জন্য সত্যিই অনুপ্রেরণার। আশিতেও আপনার কর্মস্পৃহা কি অটুট। আপনার ছায়ানীড়ের সাথে সম্পৃক্ত হবার ঘটনাটি 'বৈশাখী' এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় পড়ে ভীষণ আনন্দ অনুভব করেছি।
'ছায়ানীড়' নামক এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শুধু বই প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,বরং এটি একটি আন্দোলন, যেখানে আপনার মতো অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান মানুষেরা নতুনদের পথ দেখাচ্ছেন। ছায়ানীড়ের প্রতিটি প্রোগ্রামে আপনার যে উজ্জ্বল উপস্থিতি তা আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করে। ক্লান্তি ও বিরতির ধার না ধেরে আপনি যে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন, যা আমাদের শেখায় যে সত্যিকারের শিক্ষক কখনো অবসর নেন না- শুধু ভূমিকা বদলান।
ছায়ানীড়ের 'কলম সৈনিক' অনুষ্ঠানে যখন আপনার সাথে আমার প্রথম দীর্ঘক্ষণের আলাপ হয় তখন আপনার নায়িকা হবার স্বপ্নের কথা হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন। আমিও মৃদু হেসেছিলাম তবে আপনাকে সেদিন বলা হয়নি জীবনের মঞ্চে আপনার শক্তি, অধ্যবসায় আর অদম্য মনোবল যে কোনো রূপালি পর্দার গল্পকেও হার মানাবে। আপনি প্রতিটি নারীর জীবনের জ্ঞানের পরিধিতে এবং অনুপ্রেরণার নায়িকা হয়ে থাকবেন।
আপনার এই পথ চলা যেনো আরও দীর্ঘ হয় আরও অর্থবহ হয় এই প্রার্থনা করি। আপনাক দেখে আমরা শিখি বয়স কোনো বাধা নয় বরং প্রবহমান স্রোতের মতো এগিয়ে চলার সাহসটাই আসল। আপনার পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা, স্মৃতিময় একাত্তর ও রক্তে রাঙা প্রিয় বর্ণমালা গ্রন্থের সমাহারে যে প্রদীপ জ্বেলে যাচ্ছেন তা পাঠক মহলে সমাদৃত হয়ে থাকবে।
ছায়ানীড়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি প্রকাশনায় প্রতিটি উদ্যোগে আপনার ছায়া আমাদের আলোকিত করুক এই কামনা করি।
ইতি
আপনার স্নেহের
নুসরাত জাহান দোলা
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

নব্বই বাড়ি, আকুর টাকুর পাড়া
তারিখ: ২৭/১২/২৪

শ্রদ্ধেয় লেখিকা,
আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমার এই চিঠিটির সূচনা করছি। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনি সুস্থ আছেন। সম্প্রতি আমি আপনার রচিত গ্রন্থ 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' পাঠ করেছি এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি, বইটি আমাকে মানুষের বিচিত্র জীবনবোধের ভিন্ন রকমের এক অনুভূতি এনে দিয়েছে, যা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
আপনার লেখনীতে যে প্রজ্ঞা ও জীবন দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়, তা আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে। সেই সাথে আমাকে কিছু শিক্ষাও দিয়েছে। বাস্তবধর্মী গল্পটির মধ্যে আমি আমারই কাছের মানুষদের প্রতিচ্ছবি দেখেছি ও তাদের আন্তরিকতা যেন অনুভব করতে পেরেছি। গ্রন্থের চরিত্র যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিষ্কাম রূপে করা প্রতিটি কর্মই মহানুভবতা এবং উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অমরেশ ও সমরেশের পরস্পরের প্রতি নির্মল ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ আমাকে বন্ধুত্বের এক স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখিয়েছে। সরলা এবং অমরেশের কৃতজ্ঞতা বোধ, সুজাতা ও অমরের মিষ্টি মুহূর্ত, তাদের অতুলনীয় পারিবারিক বন্ধন– এসব আমাকে বই পড়ার সময়ে কিছু সুন্দর অনুভূতি দিয়েছে। আবার সমর ও অমরের দেশপ্রেম, বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখা ইত্যাদি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এককথায় পুরো বইটিই আমাকে নির্মল আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু হায়! সুজাতার শেষ পরিণতি কি তবে এই-ই হওয়ার কথা ছিলো? অমরের এই কলঙ্কময় মনোভাব ও সুজাতার করুণ পরিণতিতে ওদের বাড়ির সকলের চেয়ে যেন আমিই বেশি হতবাক হয়েছি! পাখি উড়ে যায়, তার পালক ফেলে, সুজাতাও তেমন তার ভালোবাসা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায় অজানা কোনো গন্তব্যে।
পরিশেষে আমি বলতে চাই, আপনার ভাষাশৈলী আমার মনে অনুভূতির ঝড় তুলেছে। আমি খুবই ছোট একজন পাঠক, কিন্তু তাও আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাকে সুন্দন কিছু সময় উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য। আপনার মত একজন প্রতিভাবান লেখিকার কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরো অনেক সৃজনশীল রচনা পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকবো। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাসহ
অভিশ্বেতা সরকার পুনম
একজন অনুপ্রাণিত পাঠক

থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪

শ্রদ্ধেয় শেফালী দিদি,
পত্রের প্রথমে আমার সালাম এবং ভালোবাসা নেবেন। আমি বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' চমৎকার বইটি পড়ে অভিভূত হয়েছি। বইটি পড়তে পড়তে কখন যে গল্পের গভীরতায় হারিয়ে গিয়েছি টেরই পাইনি। কখনো দুঃখী আরতি এবং তার অনাথ সন্তানের অসহায়তা মনকে ব্যাকুল করেছে আবার পরক্ষণেই যতীন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রীর মহানুভবতায় ভেতরটা প্রশান্ত হয়েছে। কখনো বা অভিভূত হয়েছি অমর এবং সমরের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধে। আরতি, সরলা, যতীন্দ্র সকলের সুসম্পর্ক এবং পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা বেশ ভালো লেগেছে। গল্পটি পড়ার সময় রাজনৈতিক অবস্থার টান টান উত্তেজনাও বেশ লেগেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের ভোগান্তি এবং সংগ্রাম সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। আবার, সমর সুজাতার প্রেম ও প্রীতিও ভারী মিষ্টি ছিলো। সমরের সফলতায় নিজের অজান্তেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছে। আবার আরতির মৃত্যুতে কখন যে চোখের কোণে জল জমেছে টেরই পাইনি। রাজনীতিতে অমরের সফলতায় খুব আনন্দ লেগেছে। সুজাতার সাথে অমরের ইয়ার্কিও মন্দ লাগেনি।
সুজাতার প্রতি সমরের ভালোবাসা অসাধারণ ছিলো। তবে সুজাতার একাকিত্ব আমাকে বেশি ভাবিয়েছে। পরিশেষে, সুজাতার আকস্মিক আত্মহনন আমাকে সত্যিই চমকে দিয়েছে। সম্পূর্ণ গল্পটি আমার মন ছুঁয়েছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর লেখাটি আমাদের উপহার দেয়ার জন্য।
আজ আর লিখছি না। শুভেচ্ছা রইলো। আপনার সুস্থতা কামনা করি।
ইতি
আনিশা

শ্রদ্ধেয় শেফালী দিদা,
প্রথমে আমার শতসহস্র প্রণাম নিবেদন। আশা করি ভগবানের কৃপায় ভালো আছেন। আপনার মত এতো গুণী মানুষের কাছ থেকে উপহার পেয়ে আমি অনেক খুশি হয়েছি। 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইখানির কাহিনি পড়ে আমার অনেক ভালো লেগেছে। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে সরলা দেবী, রাস্তায় পাওয়া আরতী তারপর অমর, সমর, ওদের পড়াশোনা, বন্ধুত্ব, রাজনীতি, অনিমার বিয়ে। তারপর সমরের সঙ্গে বিবাহ, ছেলে মেয়ে সুজাতার মৃত্যু সব মিলিয়ে এত সহজ সরল ভাষায় লিখা বইখানি পড়ে সহজেই বুঝতে পেরেছি। আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি পেয়ে আমি খুবই খুশি। আজ পর্যন্ত মহীয়সী নারীদের কথা অনেক শুনেছি, যেমন বেগম রোকেয়া, মা আনন্দময়ী কিন্তু বাস্তবে যে এমন মহীয়সী নারী দেখতে পাব তা আমি কখনো ভাবিনি। আপনিই সেই নারী। আপনার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যেন আমিও আপনার মতো হতে পারি। ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভগবানও আপনার মঙ্গল করুক।
ইতি
আপনার স্নেহের
মিথিলা দেবনাথ মিথুন

তারিখ" ২৮-১২-২০২৪
আকুর-টাকুর পাড়া
টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় গুরুজন,
সর্বপ্রথম আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আজকের এই পত্রটি 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি পড়ার পর আমার কি মনে হয়েছে তার উপরে।
'আধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি পড়ে আমার মনে হলো শেষ হয়েও যেন এটি শেষ নয়। সুজাতা যেন সবাইকে অসংখ্য অজানা রহস্য আর প্রশ্নের মাঝে রেখে চলে গেলো না ফেরার দেশে। তবুও সবাইকে সেই অজানা রহস্য আর প্রশ্নকে ভেদ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। ঠিক যেমন বাস্তবে ও আমাদের কিছু ঘটনাকে না চাইতেও অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। বইটিতে যতীন্দ্রনাথ নামক এক উকিলের উদারতা এবং সততা, মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, পারিবারিক বন্ধন, সকলে মিলেমিশে বসবাস করার যে আনন্দ তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তার পরিবারের সকলের মধ্যে থাকা ভালোবাসা, তাদের একান্নবর্তী পরিবারকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সুজাতার মৃত্যুর কারণ বার বার আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে সুজাতার মৃত্যুর জন্য একমাত্র অমরই দায়ী হতে পারে। সমরের অমরের প্রতি ভালোবাসাকে সম্মান প্রদর্শন করে সুজাতা নিজেকেই শেষ করে দিয়েছে। কারণ তার সাথেই শেষ হয়ে যাবে তার দুঃখ কষ্টের কারণ। সমরের প্রতি সুজাতার এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বেঁচে থাকুক আজীবন।
ইতি
কানিজ ফাতেমা

টাঙ্গাইল আদালত রোড
তাং ১.২.২০২৫

আমার অতি আদরের প্রিয় দিদি ও দাদা ভাই,
চিঠির প্রথমে তোমাদের জানাচ্ছি আমার স্নেহ ও ভালোবাসা। তোমরা বাংলা পড়তে পারো, লিখতে পারো এবং আমার চিঠি পেয়ে তোমরা খুব খুশি হয়েছো। এটা জেনে বিপুল আগ্রহ নিয়ে লিখছি আমার স্নেহাস্পদ দীপ ও দীপান্বিতাকে। তোমরা জানতে চেয়েছো আমাদের আবাসিক ও আমাদের পরিবেশ সম্বন্ধে। অবশ্যই জানাবো। পরবর্তীকালে তোমরা এসে মিলিয়ে নিও। বাংলায় লেখা তোমাদের চিঠি পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছি, সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, তোমাদের বাবা-মাকে অশেষ ধন্যবাদ, উনারা তোমাদের মাতৃভাষা শিখিয়েছেন বলে।
আমার গ্রামের বাড়ি সুবর্ণতলী নামে একটি ছোট্ট পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ছায়াসুনিবিড়, শান্তির নীড়। জেলা শহর টাঙ্গাইল থেকে ৫ মাইল দূরে। এককালে মেঠোপথ দিয়ে চলতে হতো। মাঝখানে সরু পায়ে চলা পথ, দুদিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, ফসলের ক্ষেত, সবুজের সমারোহ। দেখতে ভীষণ মায়াবী, তোমাদেরও খুবই ভালো লাগবে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে থেকেই তোমাদের বাপ-কাকারা লেখাপড়া শিখেছে এবং তারই ইচ্ছায় তোমরা প্রবাসী। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে গরিব হতে পারে কিন্তু মনের দিক থেকে উদার। তারা মানুষকে শ্রদ্ধা করতে, সম্মান দিতে ও হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে ভালোবাসতে পারে। এ গ্রামে মানুষের মধ্যে এখনও সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বিদ্যমান। একজন আর একজনের বাড়িতে হরহামেশা যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করারও প্রচলন আছে, ছোট ছোট কাঁচাবাড়ি ঘর এর মধ্যেই আবার দু'একটা পাকাবাড়ি মাথা উঁচু করে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।
তোমরা যে আমাকে বাংলা ভাষায় চিঠি লিখেছ, তাতে কত যে আনন্দ পেয়েছি, মনে হচ্ছে মধুর বাংলা ভাষা দিয়েই তোমাদের ঠাম্মির হৃদয়ের অনেক কাছে অবস্থান করছো তোমরা। তোমরা তোমাদের মাতৃভাষার যথাযথ মর্যাদা দিয়েছো এবং ভবিষ্যতেও এ মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ন থাকে।
এটা তোমাদের ঠাম্মির অনুরোধ, ভুলে যেও না তোমরা বাঙালি। বাংলা ভাষা তোমাদেরও মাতৃভাষা, ভালোবেসো এ ভাষাকে মায়ের মত, তোমরা মনে রেখো, এ সুবর্ণতলী আমার জন্মস্থান আমার আদর্শের স্থান, আমার একান্ত ভালোবাসার জায়গা। তোমরা একবার তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান দেখে যাও। আমি আমার প্রিয় বাংলাদেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে চাই–
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
তোমরা ভালো থেকো। তোমাদের অনেক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়ে আজকের মত এখানেই শেষ করছি।
ইতি
তোমাদের ঠাম্মি

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
আপনার লেখা 'পঞ্চ প্রদীপ' বইটি আমি পড়েছি। 'পঞ্চ প্রদীপ' বইয়ের শরতের ম্লান আকাশ গল্পটি অনেক ভালো লেগেছে আমার। গল্পে ব্যবহৃত ছোট ছোট শিশুদের খেলার মাঝে যেন খুঁজে পাওয়া যায় নিজের হারিয়ে ফেলা শৈশব। শিশুকালে আমরা যেভাবে গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্দা কিংবা জামাই বউ খেলতাম, গল্পটা যেন তারই প্রতিচ্ছবি। সাবলীল ভাষা এবং সহজ সরল বাক্যের ব্যবহার গল্পটিকে করেছে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। সমাজ বাস্তবতায় গল্পের প্রতিটি ঘটনা প্রবাহ কোনো না কোনোভাবে আমাদের জীবনকে স্পর্শ করেছে। দেবশ্রী আর বিশুর ঝগড়া, দুষ্টামি কিংবা বিচ্ছেদের ঘটনা সবকিছুই যেন বাস্তব জীবনকেই তুলে ধরেছে। এমন লেখকের গল্প পড়ে আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। দিদি আপনি একজন বৃহৎ লেখক। কাজেই আপনাকে উপদেশ দেওয়ার মত সাহস নেই আমার। তবে ছোটো একটা অনুরোধ করছি। আমাদের সমাজে অনেক অবহেলিত মানুষের বসবাস। যাদের নিয়ে হয়তো তেমন কেউ লেখার মতো নেই। আপনার লেখায় আমি সেইসব অবহেলিত মানুষদের স্থান চাই। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করুন।

ইতি
আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
মুকলেসুর রহমান

শ্রদ্ধেয় লেখিকা,
আশা করি স্রষ্টার আশীর্বাদে ভালো এবং সুস্থ আছেন। সত্যি বলতে সপ্তম শ্রেণিতে থাকাকালীন আমি প্রথম একটি কবিতা লিখি। মূলত তখন থেকেই আমার লেখালেখির শুরু। এখন আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। গত ১৯ শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর বাংলা বানানের অনুষ্ঠানে প্রথমবার আমি এমন কবি-সাহিত্যিকদের নিজ চোখে দর্শন করার সুযোগ পেয়েছি। সত্যি বলতে ওই সময় এক সাগর আবেগ আমার হৃদয় স্পর্শ করে যায়। এমন অদ্ভুত আনন্দে সময় কীভাবে পেরিয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পেরেছিলাম না। তবে ওই আনন্দের সাগর মহাসাগরে পরিণত হলো যখন আমি উপহার হিসেবে সেই বই পেলাম যেই বই আমি চেয়েছিলাম। সেটি হলো 'পঞ্চপ্রদীপ'। নামটা ভীষণ আকর্ষণীয়। বইটি পাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম হয়তো বইটিতে পাঁচটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরে যখন বইটি পড়ার জন্য দেখলাম, তখন দেখলাম কথাটা সত্য। বইটা পাওয়ার পর ওই দিনই বাসায় এসে বইটা পড়ে শেষ করলাম। খুব বেশিই ভালো লাগলো। একদম সহজ সরল ভাষায় লেখা। যখন ২য় গল্প পড়লাম দেখলাম গল্পটা আপনার জীবনের একটা অংশ ছিলো। আর আপনার মেজদি সত্যিই অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সাহসী ছিলেন এবং হাসান আলী খান নামক মুখোশধারী রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা, তাঁকে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।
সত্যি একজন লেখিকা বা লেখককে চেনা যায় তার লেখা দিয়ে। বইটি একবার পড়েই আমার প্রায় সবকিছু মনে আছে। সত্যি বইটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। বইটির প্রত্যেকটা গল্প মানে প্রদীপের মূলকথা হৃদয়ে অনুভূত হয়। আপনার ৩য় প্রদীপ 'পশুপ্রেম' আমার হৃদয় ভীষণ ভাবে স্পর্শ করেছে।
সবশেষে বইটি ছিলো আমার কাছে অসাধারণ। আর বইয়ের লেখিকা ছিলো আরও অসাধারণ। একটা কারণ বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, তা হলো আপনাকে দেখে আমার কর্তা মানে ঠাম্মির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো। ব্যস, এটুকুই। আর আপনার লেখা বইটি আমি এত উচ্ছসিত হয়ে পড়েছি যে অন্য কোনো বই আমি এভাবে কোনোদিন পড়িনি। আর একটা কথা বলা হয়নি। আপনি বইটিতে আপনার নাম লেখার পাশাপাশি লিখেছেন 'সুন্দরের পথে চলো'। সত্যি বলতে আমি সুন্দরের পথে চলতে চাই, এ দেশকে নিয়ে, এ প্রকৃতিকে নিয়ে, এদেশের মানুষজনকে নিয়ে। আর আপনার বলার পরতো লক্ষ্য একদম স্থির করে নিয়েছি।
যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেললাম। সত্যি বলতে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই। আপনাকে আবার আসতে হবে ওই ঠিকানায়। আমাদের বিদ্যালয়ে আবার আসবেন কিন্তু। নিজের লোক মনে করে চিঠিটা লিখেছি। ভালো ও সুস্থ থাকবেন। 'শত বছরের' জন্য রইলো শুভ কামনা। আমার প্রণাম নিবেন।
ছোট্ট লেখিকা
প্রিয়াংকা বসাক প্রিয়া

তারিখ: ২৮-১২-২০২৪
আকুর-টাকুরপাড়া, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধাভাজন লেখিকা,
ছায়ানীড় থেকে আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি পড়ে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি। আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা বইটি যেন আমাকে আমার মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি এক অন্যরকম প্রেম জাগ্রত করে দিয়েছে। বইটি পড়ার মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি এই পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে আপন কেউ হয় না। এই পৃথিবীতে মায়ের পাশাপাশি আরও একজন আছে যে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে। মা ও স্ত্রী এই দুই জনের ভালোবাসা একদম পবিত্র। এই বইটি পড়ে আমি আরও একটা জিনিস বুঝেছি যে যখনই কেউ বিপদে পড়বে সবাইকে সাহায্য করতে হবে। যে মানুষ অন্যকে সাহায্য করতে পারে সেই প্রকৃত মানুষ হতে সক্ষম হয়।
আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি পড়ে আমি নিজের মধ্যে দেশের প্রতি, মায়ের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করতে পেরেছি। বইটিতে আপনি আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে মা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করেছেন। আপনার লেখা বইটির মাধ্যমে মা ও স্ত্রীর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনি আমাদের এই বইটি উপহার স্বরূপ দিয়েছেন। আমি আপনাকে মন থেকে অনেক সালাম জানাই।

লামিয়া আক্তার শিলু
শ্রেণি: নবম
বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

তারিখ: ২৭/১২/২৪
আকুর টাকুর পাড়া
টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় লেখিকা,

প্রথমেই আমার প্রণাম নিবেন। আশা করি সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় আপনি ভালো আছেন। পরসমাচার এই যে, আমি সম্প্রতি আপনার লেখা 'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি পড়েছি এবং বইটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি খুবই সহজ সরল সুন্দর ভাষায় বইটির নানা চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এতে আমার বুঝতে খুবই সুবিধা হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে এমন আরো অনেক অসাধারণ বই আমাদের উপহার দিবেন।

'আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' বইটি আমার মনের মাঝে এক মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় ধ্রুবতারা হলো রাতের আকাশে উত্তর দিকে বহু নক্ষত্রের মাঝে স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করা একটি নক্ষত্র। আমিও গল্পটি পড়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম গল্পটির কোন চরিত্রটিকে ধ্রুবতারা বলা যায়। কিন্তু এরপরই মনে হলো যে, গল্পটির প্রতিটি চরিত্রই একটি ধ্রুবতারা, যারা স্বমহিমায় আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। প্রতিটি চরিত্রই এই গল্পটিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে পূর্ণ করে তুলেছে। এই গল্পের প্রথম ধ্রুবতারাই হলেন আমার দৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সৎ, উদার ও মানবিক চরিত্রের একজন অসাধারণ মানুষ। যিনি এই চক্রবর্তী বাড়ি ও তার মানুষগুলোকে আপন ছায়াতলে আগলে রেখেছেন। আরতির মতো একজন অচেনা মানুষকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে এবং আরতি ও তার সন্তান সমরেশকে আপন করে নিতে তিনি দু'বারও ভাবেননি। তিনি নিজের সন্তান অমরেশের সাথে সমরেশের কোনো পার্থক্য করেননি। তিনি যেমন একজন দায়িত্বশীল পিতা, তেমনি একজন দেশপ্রেমিক। অমর ও সমরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সমর্থন প্রদান করে নিজের মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যেমন নিজের পরিবারকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছেন, তেমনি নিজের মাতৃভূমির সন্তান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষভাবে তিনি যখন তার তৈরি কলেজের জায়গার কাগজপত্র থেকে বুঝতে পারেন যে আউলটিয়ার মালিকদের ২০ শতাংশ জমি তাদের জায়গায় ঢুকে গেছে এবং তিনি যখন সেই জমিটি মালিকদের বুঝিয়ে দেন তখন তার সততায় আমি সত্যিই অবাক ও মুগ্ধ হয়েছি। তিনি যেন তার আদর্শ চরিত্র দিয়ে আমাদের সমাজের এই আঁধার আকাশে ধ্রুবতারার মতো জাজ্বল্যমান রয়েছেন।

আমার দৃষ্টিতে এই গল্পের আরো দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবতারা হচ্ছেন সরলা চক্রবর্তী ও আরতি। তাদের দুইজনের মধ্যে দিয়ে গল্পে মাতৃত্বের একটি অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে। সন্তানের প্রতি মায়ের অগাধ ভালোবাসা, সন্তানের জন্য মায়ের দুশ্চিন্তা সবই এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। আরতির স্বামীর মৃত্যু ও শ্বশুরবাড়িতে তার লাঞ্ছনার বর্ণনা পড়ে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। আবার তাদের বাড়ির একমাত্র কন্যা অনিমার বিয়ে নিয়ে আরতির ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আমার খুবই ভালো লেগেছে।

আবার সরলার চরিত্রের সারল্য আরতি ও সমরকে সহজে আপন করে নেয়া, সুজাতাকে ভালোবাসা অর্থাৎ প্রতিটি গুণই আমাকে এক অকৃত্রিম ভালোবাসার উদাহরণ দিয়েছে। সরলা ও আরতির মাঝে থাকা এই বন্ধুত্বটি আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে।

এই গল্পের দুটি মূল চরিত্র হলো অমরেশ ও সমরেশ। আমার এই গল্পের যে বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো অমরেশ ও সমরেশের মাঝে থাকা বন্ধুত্ব ও তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা। তাদের এক সাথে একই কলেজে ভর্তি হওয়া, একই হলে থাকার জন্য অমরের কলেজ করা আবদার এমন প্রতিটি ঘটনাই আমি অনেক উপভোগ করেছি। তাদের মাঝে থাকা এই বন্ধুত্বের গল্প পড়তে পড়তে আমার সত্যিই মনে হয়েছে আমারও যদি অমর বা সমরের মতো একজন বন্ধু থাকতো, তাহলে খুব ভালো হতো। সমর চরিত্রের দায়িত্বশীলতা ও অধ্যবসায় এবং অমর চরিত্রের দেশপ্রেম আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাদের উভয়েরই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার মাঝেও দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসার সঞ্চার করেছে। কিন্তু সমরের সাথে সাথে সমর ও অমরের মাঝে তৈরি হওয়া নীরব দূরত্বটি আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। বয়সের সাথে সাথে কি সত্যিই সব বদলে যায়? এই প্রশ্নটি বারবার আমার চিন্তায় আঘাত হেনেছে। অমর ও সমরের মাঝে অধিকাংশ বিপরীত বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও তাদের উভয়ের কাছ থেকেই আমি নানা বাস্তবমুখী শিক্ষা অর্জন করেছি।

আমার দৃষ্টিতে এই গল্পের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলো সুজাতা। সুজাতার চরিত্রে থাকা সকলের প্রতি ভালোবাসা, উদারতা, এমন মিষ্টি আচরণ আমাকে বার বার মুগ্ধ করেছে। সুজাতা যেন যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পর সম্পূর্ণ চক্রবর্তী বাড়ির মানুষগুলোকে এক সুতায় বেঁধে রেখেছিলো। খুব কম মানুষই সুজাতার মতো এতো সহজে সবাইকে আপন করে নিতে পারে, সবার ভালোমন্দের খোঁজ রাখতে পারে। কিন্তু আমি সত্যিই সুজাতার এই আত্মহত্যাটা মেনে নিতে পারিনি।

এছাড়াও এই গল্পটিতে ফুটে ওঠা প্রতিটি চরিত্রই আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই গল্পটির মাধ্যমে আমাদের টাঙ্গাইল শহরের আদি পরিচিতি, মুক্তিযুদ্ধসহ নানা বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ধন্যবাদ আপনাকে এতো অসাধারণ একটি বই লেখার জন্য। আমার প্রণাম/সালাম নিবেন। আজ আর নয়। সৃষ্টিকর্তার কাছে আপনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আপনিও আমাকে আশীর্বাদ করবেন ভবিষ্যতে যেন আমি আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারি।

ইতি
আপনার স্নেহের
পুষ্পিতা সাহা
বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

সাকরাইল, টাঙ্গাইল
২১.৯.২৪

শ্রদ্ধেয় শেফালী ম্যাম,
আমার নমস্কার নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে ছায়ানীড়-এর পক্ষ থেকে শুদ্ধ বানানের যে অনুষ্ঠানটি হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। সেই অনুষ্ঠানের প্রথমেই তারুণ্য তাওহীদ স্যারের বক্তব্য, বানান নিয়ে কথা বলা, বানান সম্পর্কে ধারণা এই সব কিছুই আমার খুব ভালো লেগেছে। তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই লুৎফর স্যার গল্প বলে, মজার ছলে শুদ্ধ বানান নিয়ে যে কথা বলেছেন তা আমাকে বানান শেখার জন্য আগ্রহী করে তুলেছে । প্রশ্ন উত্তর খেলাটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। হেডস্যারের গান ও বক্তব্য দুইই আমার ভালো লেগেছে। তবে আপনার বক্তব্য শোনার খুব ইচ্ছা ছিলো আমার। আমি এই প্রথম কবিদের সামনে থেকে দেখলাম। আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা হলেও আমার অনেক ইচ্ছা কবির সাথে দেখা করা। আমি জানি ছায়ানীড় আসবে আগামী বছর আমাদের বিদ্যালয়ে। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা মার্জনীয়।
ইতি
আপনার স্নেহের
তিথী মণি দে
শ্রেণি: ৯ম; রোল-২০

তারিখ: ২২/০৯/২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী ম্যাম,

আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। গত বৃহস্পতিবার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো তা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি খুবই শিক্ষণীয় কারণ এর মাধ্যমে আমরা বাংলা বানান শুদ্ধ করে জানার চেষ্টা করবো। আপু ভাইয়াদের ব্যবহার আমার অনেক ভালো লেগেছে। কিন্তু আপনার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় ছিলাম চুপ করে । আমি আশা করেছিলাম আপনি কিছু বলবেন। তারুণ্য ভাইয়ার গানটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করি ছায়ানীড় সংগঠনটি এভাবেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে। এভাবেই ছায়ানীড় আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে। আজ আর নয় আপনার দীর্ঘায়ু কামনায়
ইতি
আপনার স্নেহের
এশা
শ্রেণি: নবম, রোল: ১৯

তারিখ: ২২/০৯/২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী ম্যাম,
আশা করি সৃষ্টিকর্তার কৃপায় ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। গত বৃহস্পতিবার যে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো তা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এই অনুষ্ঠানটি খুবই শিক্ষণীয় কারণ এর মাধ্যমে আমরা বাংলা বানান শুদ্ধ করে জানার চেষ্টা করবো। আপনি চুপ করেছিলেন। আমি আশা করেছিলাম আপনি কিছু বলবেন। আপনার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য আমাদের ভালো লেগেছে।
তারুণ্য ভাইয়ার গানটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। আশা করি ছায়ানীড় সংগঠনটি এভাবেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে। এভাবেই ছায়ানীড় আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে। সব শেষে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনায়–
ইতি
আপনার স্নেহের
জ্যোতি ঘোষ
শ্রেণি : নবম
রোল: ৩৬

২২/৯/২০২৪
পূর্ব আদালপাড়া, টাঙ্গাইল
ওয়ার্ড নং ১৪, টাঙ্গাইল ১৯০০

শ্রদ্ধেয় শেফালী ম্যাম,
প্রথমেই আমার নমস্কার ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আমি আপনার কাছে অতি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে অনুষ্ঠানটিকে আমি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হিসেবে সম্বোধন করবো না, কারণ আমার মতে এটি একটি জ্ঞান অর্জনের মেলাস্বরূপ ছিলো। বাংলা ব্যাকরণের অনেক অজানা বিষয় জানতে পেরেছি, যা নানা পদক্ষেপে সহায়তা করবে। তবে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই উৎসবটি করলে ভালো হতো। আমি নিজের অক্ষিকে সার্থক মনে করছি আপনি, ইকবাল মাহমুদ, মাহতাব উদ্দিনের মতো জ্ঞানী গুণী মানুষকে এতোটা সামনে থেকে দেখতে পেয়ে। তবে আপনার দু'তিনটে কথা শুনতে পারলে নিজ কর্ণও সার্থক হতো। সাধারণত প্রধান শিক্ষক হন গম্ভীর প্রকৃতির তবে আমি ভাগ্যবতী আপনার মতো শিক্ষকের সাক্ষাত পেয়ে এমন শিক্ষক লক্ষ কোটি বছর সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করুক। ছায়ানীড় প্রতিষ্ঠানটির বাংলা বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ, এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আমি ধন্য। আপনার মঙ্গল কামনায়
ইতি
আইমান আতিয়া অরণি
শ্রেণি: ৭ম

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী ম্যাম,
আমার সালাম নিবেদন। আশা করি ভালো আছেন। 'ছায়ানীড়' কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আমার অনেক ভালো লেগেছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীসহ আমন্ত্রিত অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে শব্দ ও বানান সম্পর্কিত একটি পরীক্ষা হয়েছে। যেসব শব্দ আমাদের রোজকার জীবনে যে সকল শব্দ ব্যবহার করে থাকি, সে সকল শব্দের বানান সম্পর্কে কথা বলেছেন 'তারুণ্য তাওহীদ'। এরপর শব্দ, শব্দের বানান, বাংলা ব্যাকরণ অর্থাৎ বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন 'লুৎফর রহমান' স্যার। তার কথা বলার ধরণ আমার অনেক ভালো লেগেছে। তিনি আমাদের সাথে অনেক গল্প করেছেন। এরপর আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'শিরিন শারমিন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তিনি অসাধারণ কবিতা আবৃত্তি করেন এবং করেছেন। সেখানে লেখক মাহতাব উদ্দিন ও আপনাকে সামনে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। এরপর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গান শুনে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
ইতি
আফছানা

০৭ সেপ্টেম্বর
কালিহাতী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কালিহাতী, টাঙ্গাইল

শেফালী দিদি,
পত্রের শুরুতে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার নিবেন। গতকাল আমাদের বিদ্যালয়ে ছায়ানীড় পরিচালিত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিলো। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষকমণ্ডলী। কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মূলত ভুল বানানকে শুদ্ধ বানানে রূপান্তর করা। বাংলা ভাষা যাকে সবাই মায়ের মতোই ভালোবেসে থাকে। এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমাদের যত কথা বলা মনের ভাব প্রকাশ করা। কয়েকশো বছর আগের বাংলা ভাষা এবং আজকের বাংলা ভাষা হুবহু এক নয়। সময়ের সাথে সাথে আমাদের ভাষাও পরিবর্তনশীল। গতকালের এই কর্মশালা বিদ্যালয়ের সবাই চমৎকারভাবে উপভোগ করেছি। সেখানে আমরা ভাষা সম্পর্কিত সবকিছু ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। মানুষ মাত্রই ভুল। কর্মশালায় ভুল বানানকে শুদ্ধ বানানে রূপান্তর করার সময় অনেকেরই ভুল হয়েছে। আমরা সেই ভুলগুলো সংশোধন করেছি। কর্মশালায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে নতুন কিছু জেনেছি। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা শেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীদের জন্য ছিলো সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বই। যেখানে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বই উপহার দেওয়া হয়। সবকিছু মিলিয়ে এই ২ ঘণ্টা আমাদের চমৎকারভাবে কেটেছে। এই কর্মশালার কথা আমরা সবসময় মনে রাখবো।
আজ আর নয়। আপনার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমার জন্য দোয়া করবেন।
ইতি
আপনার স্নেহের
অনুশ্রী সাহা

শ্রদ্ধেয় শেফালী দিদি,

পত্রের শুরুতেই জানচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে 'বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান কর্মশালার' আয়োজন করা হয়েছিল। আমি খুবই আনন্দিত যে, আমি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি। এই কর্মশালায় সম্মানিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমার মতে, আজকের এই কর্মশালাটি ছিলো খুবই সুশৃঙ্খল এবং আকর্ষণীয়। এই অনুষ্ঠানটিকে সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের মনোমুগ্ধকর বক্তব্য। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সেসবের মধ্যে রয়েছে বাংলা বানানের নিয়ম, বিভিন্ন শব্দের সঠিক উচ্চারণ, সঠিকভাবে বাংলা ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। এসব কিছু আমাকে বাংলা ভাষার ইতিহাস জানার প্রতি আরও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক অজানা বিষয় আনন্দের সাথে জানতে পেরেছি। কর্মশালা শেষে, অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আপনার লেখা বই উপহার দেওয়া হয়। আমরা বই উপহার হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আমরা চাই, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে এই ধরনের কর্মসূচির আরও আয়োজন করা হোক।
পরিশেষে, আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।
ইতি
নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী,
তানহা তালুকদার

তারিখঃ ৬ মে ২০২৪
কালিহাতী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী দিদি,
শুরুতেই জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং সেই মাতৃভাষা বাংলাকে আমাদের সকলের শুদ্ধভাবে জানতে হবে। আজকে আপনার উদ্যোগে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। আর এই আলোচনা সভাটি হলো বাংলা ভাষা শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ চর্চা যা আমাদের সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বাংলা ভাষা শুদ্ধ বানানের উচ্চারণ আমাদের সকলের চলার পথে এবং বিভিন্ন কাজে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এই আলোচনা সভায় অতি সহজেই আমরা শুদ্ধ বানানের চর্চা বুঝতে পেরেছি। যা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা পঞ্চপ্রদীপ বইটি উপহার দেয়া হয়।
আজকের এই দুই ঘণ্টার আলোচনা সভা আমাদের ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞানকে প্রসারিত করে তুলবে।
ইতি
তাসফিয়া তাবাস্‌সুম তায়েবা

প্রিয় শেফালী দি,
আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমি আমাদের মাদ্রাসায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু লিখতে চাই। অনুষ্ঠানটি খুবই সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছিল। পুরো মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা একত্র হয়ে আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানে একটি শব্দ শুদ্ধকরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে আমরা বাংলা শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। প্রতিযোগিতার সময় ছাত্রদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। সবাই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমি নিজেও অংশ নিয়েছিলাম এবং বেশ ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। অতিথিদের অনুপ্রেরণায় আমরা অনেক কিছু শিখতে পারলাম। আশা করছি ভবিষ্যতে আরও অনেক ভালো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবো। পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা বইটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি।
ইতি
নিশাত তাসনিম
অনিমা

১ অক্টোবর
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী দিদি,
নমস্কার গ্রহণ করবেন। আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমি দশম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী, আমার নাম সানিয়া। পর সমাচার প্রিয় মহোদয়। আপনার সাথে স্বল্পসময়ে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো। আপনার পঞ্চপুষ্প বইটি পড়ে এবং আমাদেরকে স্বল্পসময় দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা যতুটুকু সময় দিয়েছেন তাতেই আমি নতুন কিছু শিখতে পারলাম। জানতে পারলাম এবং নতুন এক অভিজ্ঞতার সাথী হলাম।
ইতি
স্নেহের
সানিয়া
রোল নং: ০৫
শ্রেণি: দশম

প্রিয় শেফালী দিদি,

ছায়ানীড় কর্তৃক আয়োজিত মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত প্রধান অতিথিসহ আরো অনেক গুণীজন। তাদের উপস্থিতি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেখানে উপস্থিত সকলের জ্ঞানগর্ভমূলক উদ্দীপনামূলক দিক নির্দেশনামূলক ও শিক্ষামূলক বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাদের বক্তব্যের মূল কথা ছিলো যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন কিছু মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের দ্বারা সমাজ আলোকিত হয়। তাদের এই বক্তব্যে আমি অনুপ্রাণিত হই ভালো কিছু করার জন্য। আশা করি এ ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাদের অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ করে দেবেন যেন আমরা আপনাদের অনুসরণ করে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারি। অনুষ্ঠানে আপনার লেখা বই পেয়ে অনেক ভালো লেগেছে। আজ আর নয় আপনার মঙ্গল কামনায়–

ইতি
মো. মমিনুর ইসলাম
রোল: ১৯৫
শ্রেণি: একাদশ
শাখা: মানবিক
মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ

প্রিয় শেফালী দিদি,

নমস্কার। ছায়ানীড় কর্তৃক মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি মো. লুৎফর রহমানসহ আরও অনেক গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমি প্রমিত বাংলা বানানের অনেক অজানা নিয়ম ও উচ্চারণ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জ্ঞানমূলক উদ্দীপনামূলক, দিক নির্দেশনামূলক ও শিক্ষা মূলক বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তার বক্তব্য আমাকে পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করেছে। এজন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আপনার লেখা বইটি পেয়ে অনেক ভালো লাগছে।

ইতি
জান্নাতুল ফেরদৌস মিনা

প্রিয় শেফালী দিদি,
নমস্কার। ছায়ানীড় কর্তৃক মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি মো. লুৎফর রহমানসহ আরো অনেক গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জ্ঞানগর্ভমূলক, উদ্দীপনামূলক দিক নির্দেশনামূলক ও শিক্ষামূলক বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তার বক্তব্য আমাকে পিতা মাতার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করেছে। এজন্য আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। সুলেখক হিসেবে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে যাক বিশ্বময়। অনুষ্ঠানে আপনার লেখা বইটি পেয়ে খুশি হলাম।
ইতি
সাদিয়া আক্তার মীম
মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ
শ্রেণি: একাদশ
বিভাগ: মানবিক
রোল: ৩১

তারিখ: ১৪-০৮-২০২৩

প্রিয় শেফালী দি,
নমস্কার। ছায়ানীড় কর্তৃক আয়োজিত মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি মো. লুৎফর রহমানসহ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ এর বংশধর সেলিমা শাহনাজ। তিনি অনেক উপদেশমূলক কথা বলেছেন। সেদিন তিনি মাকে অনেক ভালোবাসতে বলেছেন। তিনি পরিবার এবং দেশকে ভালোবাসতে বলেছেন। তিনি পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী হতে বলেছেন। আপনার লেখা বই পুরস্কার দেওয়া হয়। যা সকলেরই ভালো লেগেছে। সেই অনুষ্ঠানে আমি আশা করি যদি মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজে ভবিষ্যত এ ধরনের আরো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমরা আরো নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো।
ইতি
ফারজানা
মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ
বিভাগ: মানবিক
রোল: ৬৭

প্রিয় শেফালী দিদি,

নমস্কার। ছায়ানীড় কর্তৃক মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি মো. লুৎফর রহমানসহ আরো অনেক গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জ্ঞানগর্ভমূলক উদ্দীপনামূলক দিকনির্দেশনামূলক ও শিক্ষামূলক বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তার বক্তব্য আমাকে পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করেছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই উপহার দেওয়া হয়।
এজন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।
ইতি
নাম রেক্সোনা খাতুন
মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ
শ্রেণি: একাদশ
বিভাগ: মানবিক

তারিখ: ১৪-০৮-২০২৩

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
আসসালামু আলাইকুম। ছায়ানীড় কর্তৃক মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি মো. লুৎফর রহমান সহ আরো অনেক গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমি আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বইটি পেয়েছি। এই বই পড়ে আমি অনেক কিছু জেনেছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের জ্ঞানগর্ভমূলক, উদ্দীপনামূলক, দিক-নির্দেশনামূলক ও শিক্ষামূলক বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি।
ইতি
মোছা. ফাতেমা খাতুন
মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ
শ্রেণি: একাদশ
বিভাগ: মানবিক
রোল: ০৪

০৪/১১/২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী ম্যাম,
প্রথমেই আমার সালাম নিবেন। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। গত ১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আপনাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আর আমি সেখান থেকে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বইটি পুরস্কার পেয়েছি। বইটি পড়ে আমার অনুভূতি সম্পর্কে আজ আমি লিখছি।
আমার জন্ম টাঙ্গাইলে। আমার পৈতৃক নিবাসও টাঙ্গাইলে। তাই সব সূত্রেই আমার নিজ জেলা টাঙ্গাইল। প্রতিটি মানুষেরই জন্মস্থানের প্রতি টান থাকে। তাই আমার জন্ম স্থান টাঙ্গাইলকেই স্বভাবত আমি বেশি ভালোবাসি। তাকে জানার ইচ্ছা আমার ছোটবেলা থেকেই কিন্তু কখনো সেরকম সুযোগ হয়ে ওঠেনি। একজন সার্থক লেখিকা। প্রতিটি গল্পই আমার মন ছুঁয়েছে। আজ আর নয়। ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি মায়ের সেবা করতে পারি।
ইতি
জন্ম সার্থক টাঙ্গাইল কন্যা
তাসমিয়া জান্নাত যুথি

তারিখঃ ২২-০৯-২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

প্রিয়ভাজন শেফালী দিদি,
আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ আমাদের বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছিল। আমি একটু দেরিতে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম। যে কারণে তারুণ্য তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ কথামালা শুনতে পারিনি। এজন্য আমার মন একটু খারাপ ছিলো। তার বক্তব্য শেষ করতেই লুৎফর রহমান নামে একজন শিক্ষক হাজির হন মনে হচ্ছিলো সেই কথাগুলো আমি আমার পছন্দের শিক্ষক নাজমুল স্যারের ক্লাসের মতো উপভোগ করেছি। সে এত সুন্দর করে কথা বলছিলেন অনুষ্ঠানে যা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তারপর হল রুমে প্রবেশ করলেন আপনি, ইকবাল মাহমুদ, মাহতাব উদ্দিন। যে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ বানানের উপর পরীক্ষা দিয়ে ১ম, ২য়, ৩য় হয়েছিল তারাও অনুষ্ঠানে যোগদান করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলো তাদেরকে এবং মঞ্চে উপস্থিত ২ জন কবির লেখা বই দেয়া হয়েছিল। একটা ছিল আপনার লেখা পঞ্চপ্রদীপ। এই অনুষ্ঠানে যোগদান না করলে আমার অনুভূতি চিঠিতে লিখতে পারতাম না। যাই হোক, এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমার অনেক ভালো লেগেছে।
ইতি
মোছা. রীম

চরকাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
০৮-০৬-২০২৪

প্রিয় দিদি,
প্রথমে আমার নমস্কার ও শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি আপনি ভালো আছেন। গত সেমিনারে হওয়া ক্লাসগুলো আমার অনেক প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। প্রথমে ম্যাডাম শামীমার ক্লাসটা আমার ভালো লেগেছে। কারণ তিনি বাংলা ভাষার উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন এবং ভারতের শীলচর যে বাংলা ভাষা পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতেছেন তা আমাদেরকে বলেছেন। মাতৃভাষা যে সকল জাতির জন্য কতটা আপন তিনি তা তার ক্লাসের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরপর শাহনাজ ম্যাডামের ক্লাসটা আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে। কারণ তিনি তার ক্লাসের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উচ্চারণ সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছিল। কোন জায়গায় কি শব্দ বসালে কী উচ্চারণ হবে। এবার আসি লুৎফর রহমান স্যারের কথায়। তিনি তার ক্লাসের মধ্যে দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে বাংলা উচ্চারণ সঠিক করতে হয় এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, যদি বাংলা উচ্চারণ ঠিক থাকে তাহলে বাংলা লিখতে অসুবিধা হবে না, তিনি আমাদের বাংলা বানান লিখা যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন। যে পরীক্ষায় আমি সবটুকু না পারলেও কিছুটা পেরেছিলাম এবং আমি চেষ্টা করেছি ভালো করার জন্য। লুৎফর স্যারের লেখা বইটি আমি কিছুটা পড়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছি বাংলা বানান সম্পর্কে তার কত জ্ঞান ও আগ্রহ। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই পুরস্কার দেওয়া হয় যা পেয়ে সবারই ভালো লেগেছে।
ইতি
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্রী
আনিকা জাহান
চরতেরটেকিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
চরকাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রদ্ধেয় লেখিকা,
আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি নক্ষত্র দেখতে চাইলে যেমন হাজার নক্ষত্রের দেখা মেলে তেমনি যতবার প্রাণপ্রিয় ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছায়ানীড় প্রকাশনার পরিচালক মো. লুৎফর রহমান স্যারের সাথে আমার দেখা হয় তখন আমি আরও কিছু উনার মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রের দেখা পাই। এবার এমনি একজন ব্যক্তির বই তুলে দিলেন। যার লেখা পড়ে তার প্রশংসা না করে পারছি না। তিনি আর কেউ না যার উদ্দেশ্যে লিখতে বসেছি তিনি হলেন মননশীল লেখক বহুমুখী প্রতিভার অধিকার শেফালী দাস। আপনার সুস্থতা কামনা করছি। আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনার কথাই বলছিলাম। সেই সাথে শ্রদ্ধেয় ম্যামের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন আপনি আপনার মূল্যবান মেধা ও কলমটি চলমান রেখে ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন বই আমাদের জন্য লিখুন। আমরা আপনার, আপনাদের ভেতরের কথা, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি এবং পুরনো ইতিহাস জানতে চাই। আর বার বার কল্পনার জগতে হারিয়ে যেতে চাই। ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনার সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।
ধন্যবাদান্তে
আপনার বইটির পাঠক ও ভক্ত
ফারজানা ইয়াসমিন হ্যাপি

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল
শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
নমস্কার। আশা করি ভালো আছেন। ১৯/০৯/২০২৪ তারিখের শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ এই অনুষ্ঠানটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। এই অনুষ্ঠানটি থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। অনুষ্ঠানের শুরুতে তারুণ্য তাওহিদ বক্তব্য দিয়েছে। তার বক্তব্য অনেক কিছু শেখার ছিলো। তারপর বক্তব্য দিয়েছে লুৎফর রহমান। তার বক্তব্যে ছিলো অনেক মজার ও শিক্ষামূলক। তার বক্তব্রে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও সিনিয়র শিক্ষক, আপনি কবি মাহতাব উদ্দিন ও আরো অনেকে। তাদের বক্তব্যগুলো ছিলো শিক্ষামূলক। তারপর পুরস্কার বিতরণ করা হলো। পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা বই পুরস্কার দেওয়া হয়। তখনও আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমাদের প্রধান শিক্ষক একটি গান গাইলেন। গানটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তারপর গান গাইলেন তারুণ্য তাওহীদ তার গানটিও অসাধারণ।
ইতি
ফারজানা
অষ্টম, ৩৩

তারিখ: ২২/৯/২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
প্রথমেই আমার আন্তরিক নমস্কার নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছিলো। মো. লুৎফর রহমান স্যার আমাদের উদ্দেশ্যে অনেক জ্ঞানমূলক তথ্য দিয়েছেন। আপনারা আমাদের জ্ঞান অর্জনের পথে বিশেষ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছেন। সত্যি বলতে আমার বক্তব্য শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের প্রতিটি বক্তার বক্তব্য আমার মনকে মুগ্ধ করেছে। যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলো তাদের জন্য লেখকদের লেখা সুন্দর সুন্দর বই ছিলো। বিশেষ করে আপনার বই। আমার মন বার বার বলছিলো অংশগ্রহণ করি। আমি বই পড়তে অনেক বেশি ভালোবাসি। ওই অনুষ্ঠানটি আমার জীবনের সেরা অনুষ্ঠান হিসেবে থাকবে।
ইতি
সুবর্ণা আক্তার

৩১শে ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
(১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪)

শ্রদ্ধাভাজন শেফালী ম্যাম
আমার প্রণাম নিবেন। আশা করি ভালোই আছেন। গত বৃহস্পতিবার, ২৮ শে ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (১২/০৯/২০২৪ইং) তারিখে আমাদের ঐতিহ্যবাহী 'পাথরাইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়' প্রাঙ্গণে 'ছায়ানীড়' কর্তৃক 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা:শুদ্ধ বানান শুদ্ধ উচ্চারণে' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।' যার প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পাথরাইল-এর স্থানীয় প্রখ্যাত, স্বর্ণপদক বিজয়ী রাজনীতিবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ খান চান খাঁ। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন আপনি তারুণ্য তাওহীদ, ডা. নজরুল ইসলাম লুলু, পাথরাইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ববর্তী প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় আশুতোষ চন্দ এর সহধর্মিণী ঝর্ণা চন্দ, বিদ্যালয়ের সম্মানিত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রমুখ ব্যক্তি। কর্মশালা-টির পরিচালনায় ছিলেন মো. লুৎফর রহমান।
সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। পরিচালক মহোদয় তার বক্তব্যের পাশাপাশি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং সঠিক উত্তর দাতাকে ছায়ানীড় কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটির কিছুদিন পূর্বে ছায়ানীড়-এর পক্ষ থেকে বিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থীদের মাঝে একটি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আমি উক্ত পরীক্ষাটিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে লেখক উদয় শংকর ঘোষ এর লেখা প্রিয় মানুষ মনের মানুষ বইটি পুরস্কার হিসেবে পেয়েছি। এছাড়া আপনার লেখা বইও উপহার দেয়া হয়। কর্মশালাটিতে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনুরক্ত হতে বলা হয়েছে। তারা আমাদের বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তারা আমাদের চন্দ্র বিন্দু (ঁ), রেফ (র্), দন্ত/মূর্ধ ণ-বর্ণ এর সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন এবং হ্রস্ব বা দীর্ঘ কার/ফলা যুক্ত শব্দ (যেমন ু, ূ, সি, ী ইত্যাদি) ও বাংলা ভাষার নানা রকম ব্যবহার শিখিয়েছেন। ভাষার পরিবর্তন যেমন দন্ত থেকে দাঁত, খান থেকে খাঁ, সিন্দুর থেকে সিঁদুর, সরস্বতী, দুর্গা, পুনর্মিলনী প্রভৃতির ব্যবহার শিখিয়েছেন। আপনার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য আমার অনেক ভালো লেগেছে এবং কর্মশালাটি থেকে আমি প্রচুর উপকৃত হয়েছি।
আজ আর নয়। নিজের যত্ন নিবেন।
ইতি
আপনার স্নেহের
অর্নব বসাক
শ্রেণি: দশম (বিজ্ঞান)
রোল নং ০৫

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
আমার নমস্কার নিবেন। আশা করি ভালো আছেন।
'ছায়ানীড়' কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীসহ আমন্ত্রিত অতিথিগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শব্দ ও শব্দের বানান সম্পর্কিত একটি পরীক্ষা হয়েছে। যেসব শব্দ আমাদের জানা রোজকার জীবনে ব্যবহার করে থাকি, সে সকল শব্দের বানান সম্পর্কে কথা বলেছেন 'তারুণ্য তাওহীদ' এরপর শব্দ, শব্দের বানান, বাংলা ব্যাকরণ অর্থাৎ বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন 'লুৎফর রহমান'। তার কথা বলার ধরণ আমার বেশ ভালো লেগেছে। তিনি আমাদের সাথে অনেক গল্প করেছেন। যদি আরও গল্প করতেন তাহলে অনেক ভালো লাগতো। এরপর আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'শিরিন শারমিন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তিনি অসাধারণ কবিতা আবৃত্তি করেছেন। সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তখন, যখন আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় আমাদের গান শুনিয়েছেন। তিনি আমাদের কিছু কথা বলেছেন। এরপর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা বই দেওয়া হয়।
ইতি
অনন্যা আক্তার সোহানা

১৪.০৯.২০২৪
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
আমার সালাম নিবেন। সম্প্রতি আমাদের বিদ্যালয়ে একটি ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ জুলাই ২০২৪ আমাদের বিদ্যালয়ে ছায়ানীড় কর্তৃক বাংলা বানান শুদ্ধিকরণ বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আপনি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ চান খাঁসহ আরও অনেক মহান ব্যক্তিগণ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শব্দের বাংলা শুদ্ধ বানান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়। যেমন স্টেশনারি। এটি একটি ইংরেজি শব্দ হওয়ায় এর শুদ্ধ বানানের ক্ষেত্রে এর প্রথম অক্ষর ষ এর পরিবর্তে স ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আরও শব্দের শুদ্ধ বানান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এর পূর্বে গত ৮ই জুলাই ২১টি শুদ্ধ বানান সম্পর্কে আমাদের একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। ঐ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সেরা দশ জন পরীক্ষার্থীকে উক্ত অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা বই উপহার দেওয়া হয়। যার ফলে বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের জানার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে জানার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অবস্থানটুকু জানতে পারি। বাংলা ভাষাকে জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য এটি একটি সফলকাম অনুষ্ঠান বলে আমি মনে করি। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একটি মুক্ত পাঠাগার উপহার দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করে উচ্ছসিত।
ইতি
নয়ন মিয়া
দশম শ্রেণি, রোল: ০৩

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
প্রিয় শেফালী দিদি,

শুরুতেই নমস্কার। অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রহমান স্যারের সম্পাদিত বই 'মহান নেতা মওলনা ভাসানী'- এর প্রকাশনায় ছায়ানীড়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। আজ সকালে একটি ফোন কলের মাধ্যমে ছায়ানীড় থেকে আমার ডাক পড়ে। আমার মধ্যে তখন থেকেই উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে; শুধু ভাবছিলাম ইস! আবারও সৌভাগ্য হচ্ছে লুৎফর স্যারের বক্তব্য শোনার। গত ১৯-৯-২৪ তারিখ আমাদের বিদ্যালয়ে যেদিন শুদ্ধ বাংলা বানানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা হলো, সেদিন আমি তো ভেবেই রাখছিলাম আমি হল রুমের দিকে যাবোই না। আমার ধারণা ছিলো আমি হয়তো কোনো পুরস্কারই পাবো না। বন্ধুদের জোরাজোরিতে হল রুমে গিয়ে বসি। গিয়ে যখন দেখি এতো সুন্দরভাবে একজন লোক ব্যাকরণ সেখাচ্ছে, ব্যাকরণ নিয়ে প্রশ্ন করছে; তখন ভাবলাম আমি যদি আজ এখানে না আসতাম জীবনটাই বৃথা হয়ে যেতো। সেইদিন আমি ব্যাকরণের মাধ্যমে লুৎফর রহমান স্যারকে চিনলাম। আরও ভালো লেগেছিল শেফালী দাস ম্যাম, ইকবাল মাহমুদ স্যার, তারুণ্য তাওহিদ ভাইয়া এদের মতো জ্ঞানী গুণী মানুষদের আমাদের মাঝে পেয়ে। যখন জানতে পারলাম শুদ্ধ বাংলা বানান প্রতিযোগিতায় আমি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়েছিলো। আজকের অনুভূতিটা ঠিক সেদিনের মতোই ছিলো। ১১ সেপ্টেম্বর আর ৩০ নভেম্বর দুটোই আমার কাছে সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আরও অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। ঘড়ির ক্যাটা থেমে থাকলে আরও লিখতাম। বার্ষিক পরীক্ষা চলছে, এখন পড়তে বসতেই হবে। আজ আর নয়। আপনার সুস্থতা কামনা করছি।
ইতি
আপনার
আনিকা

শ্রদ্ধেয় দিদি,
নমস্কার। গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রোজ বৃহস্পতিবার আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছায়ানীড় কর্তৃক ভাষা শুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে অনেকের সাথে আপনিও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন জানতে পারলাম আপনি বিন্দুবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। অবসরে এসে লেখালেখিতে মন দিয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠানটি থেকে আমরা অনেক তথ্য পেয়েছি। যেমন: চন্দ্রবিন্দু কোথায় কীভাবে ব্যবহার হয়। দন্ত থেকে দাঁত, তন্তু থেকে তাঁত। বিশেষত ন উহ্য থাকলে চন্দ্র বিন্দু (ঁ) ব্যবহার করি। এছাড়া সেখান থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের অনেক বিষয় আয়ত্ব করতে পারে। ছায়ানীড় কর্তৃক একটি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। সেখানে যারা যারা ভালো নম্বর পায় তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। সেখানে আমিও একটি পুরস্কার পেয়েছি। পুরস্কার হিসেবে আমাকে আপনার লেখা পঞ্চ প্রদীপ একটি বই দেওয়া হয়। এছাড়া প্রধান অতিথি অর্থাৎ আব্দুল আজিজ খান (চান খাঁ) কে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা এবং কয়েকজনকে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া পাথরাইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্থাৎ আশুতোষ চন্দ্র স্যারকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান থেকে আমরা ভবিষ্যত জীবনে উপকৃত হতে পারি। এভাবেই সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।
ইতি
মৌমিতা বসাক

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শেফালী দিদি,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। ছায়ানীড় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেছি। অনুষ্ঠানের শুরুতে শব্দ ও বানান সম্পর্কিত কথা বলেছেন 'তারুণ্য তাওহীদ'। সেখানে জানা-অজানা বিভিন্ন শব্দ ও শব্দের বানান সম্পর্কে জেনেছি এবং শিখেছি। এরপর শব্দ, বর্ণ, শব্দের বানান, বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন 'লুৎফর রহমান'। তার কথা বলার ধরণ আমার অনেক ভালো লেগেছে। তিনি আমাদের সাথে অনেক গল্প করেছেন। এরপর আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'শিরিন শারমিন' রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তিনি অনেক সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় আমাদের একটি গান শুনিয়েছেন। সবশেষে পুরস্কার পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা বই প্রদান করা হয়। পুরো সময়টাই অনেক ভালো লেগেছে। আমি আনন্দিত অনুষ্ঠানে সামিল হতে পেরে।

ইতি

আফরিন রহমান জিদনী।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সন্তোষ, টাঙ্গাইল
শেফালী দিদি,

আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আশা করি ভালো আছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রোজ বৃহস্পতিবার সন্তোষ ই.বি.স. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে 'ছায়ানীড়' কর্তৃক আয়োজিত বাংলা শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করে আজকের চিঠিটি লিখছি।

গতদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। অনুষ্ঠানটিতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে 'লুৎফর' স্যারের গল্পের ছলে বাংলা ব্যাকরণ শেখানোর ধরণটি। অন্যান্য বিষয়ও ছিলো অনেক আনন্দদায়ক। কিন্তু কবি মাহতাব-এর অনুষ্ঠানে নিশ্চুপ থাকাটা আমার মোটেও ভালো লাগেনি। তিনি কিছু কথা বললে অনুষ্ঠানটি আরও পূর্ণতা পেতো। আপনার ও তারুণ্য তাওহীদের গান এবং শারমিন ম্যামের আবৃত্তি অনুষ্ঠানটিকে যে এক নতুন ও ভিন্ন রূপ দিয়েছে তা মানতেই হবে। অন্যান্য সকল অতিথির বক্তব্যও ছিলো দারুণ। আর সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি ছিলো অসাধারণ। এ অনুষ্ঠানটিতে ছিলো একদিকে আনন্দ পাওয়া ও অন্যদিকে মাতৃভাষা বাংলার অনেক বিষয় জানার সুযোগ। পরিশেষে অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বইটি বিজয়ীদের মাঝে প্রদান করা হয়।

আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের ছাত্রী
তাসমিয়া জান্নাত যুথি
শ্রেণি: ৯ম
রোল: ০২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাইস্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল
তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক,
আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমি নবম শ্রেণির ছাত্রী। আমাদের বিদ্যালয়ে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ছায়ানীড় এর পরিচালনায় শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মতো ব্যক্তিবর্গসহ আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আপনার বই পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি।
মাতৃভাষা বাংলাকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়, যত্ন করতে হয় এসব বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানটি আমার অনেক ভালো লেগেছে এবং অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমি চাই এই ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের বিদ্যালয়ে আরো হোক যাতে আমরা আরো অনেক কিছু শিখতে পারি। বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার ও 'বাংলা ভাষা' সম্পর্কিত আরো তথ্য জানতে চাই। সবশেষে ভাষা কর্মশালায় পুরস্কার হিসেবে আপনার লেখা পঞ্চ প্রদীপ বইটি বিজয়ীদের মাঝে প্রদান করা হয়।
ইতি
সাউদা সিদ্দিকা

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,

গত ০৫/০৯/২৪ তারিখে আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিরোনামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ ও আমাদের মাতৃভাষার তাৎপর্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষার ঐতিহ্য এবং ভাষা সংরক্ষণের বিষয়ে অতিথিদের বক্তব্য ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বই উপহার দেওয়া হয়। তাদের উক্ত আয়োজনের মাধ্যমে আমরা মাতৃভাষার তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

ইতি
আপনার স্নেহের
প্রিয়াংকা শীল
টাঙ্গাইল

১ অক্টোবর ২০২৪
কাগমারা, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা,
আমার সালাম নিবেন। গতকাল আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটি বাংলা বানান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকালের সেই আলোচনা থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমার ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছি এবং আগামীতে আমি চেষ্টা করবো আমার ভুলগুলো সংশোধন করতে। আপনার লেখা বইটি পেয়ে আমি আনন্দিত।
নিজের খেয়াল রাখবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।
ইতি
আপনার স্নেহের
খাদিজা আইয়ুব ঐশী

০৮/০৯/২০২৪ ইং
শ্রদ্ধেয় ম্যাম

গত ০৫/০৯/২০২৪ তারিখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল ছায়ানীড় প্রকাশনার উদ্যোগে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের নিকট বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ এবং আমাদের মাতৃভাষার তাৎপর্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা ভাষা নিয়ে অতিথিবৃন্দ চমৎকার বক্তব্য দেন। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের পঞ্চপুষ্প বই উপহার দেওয়া হয়। তাদের উক্ত আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ভাষার তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আপনার বইটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম।
ইতি
রূপা শীল
টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
গত ০৫/০৯/২০২৪ তারিখে আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ এবং আমাদের মাতৃভাষার তাৎপর্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষার ঐতিহ্য এবং একজন ছাত্র হিসেবে ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দেন 'জয়িতা' পদকপ্রাপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বই উপহার দেয়া হয়। বইটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।

ইতি
সিনথিয়া
টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
গত ০৫/০৯/২৪ তারিখ আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিরোনামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ এবং আমাদের মাতৃভাষার তাৎপর্য তুলে ধরে। সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্যও ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বই উপহার দেওয়া হয়। আপনি পরিমার্জিত ভাষায় প্রতিটি গল্পই লিখেছেন।
ইতি
মোহনা আক্তার
টাঙ্গাইল

তারিখ: ০৮-০৯-২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
প্রণাম নেবেন। আশা করি ভালো আছেন। ৫ই সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। মূল্যায়ন পর্বে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বইটি প্রদান করা হয়। বাংলা আমার মায়ের ভাষা আর এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত।
ইতি
মৌ কর্মকার
শ্রেণি ১০ম
রোল: ১১

তারিখ: ০৮/০৯/২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। ৫ সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহার করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। বাংলা মায়ের ভাষা আর এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। সব শেষে অনুষ্ঠানটিতে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই দেওয়া হয়। যা সকলের নিকট ভালো লেগেছে।
ইতি
সাবরিন আরা পুষ্প
শ্রেণি: নবম
রোল: ১৬

তারিখ: ০৮-০৯-২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমি এই বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। ৫ই সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণের উপর যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করি। বাংলা আমার মায়ের ভাষা এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। সব শেষে অনুষ্ঠানটিতে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই দেওয়া হয়। যেটি সত্যিই আনন্দদায়ক ছিল।
ইতি
জুঁই আক্তার আফিয়া
রোল: (১৫
শ্রেণি: ১০ম

প্রিয়ভাজন শেফালী দাস,
আমাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুলে ছায়ানীড় প্রকাশনার উদ্যোগে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিরোনামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের নিকট বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ এবং আমাদের মাতৃভাষার তাৎপর্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানে অতিথিদের বাংলা ভাষা নিয়ে বক্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছাত্রদের আপনার লেখা বই উপহার দেওয়া হয়। তাদের উক্ত আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ভাষার তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।
ইতি
লিমা আক্তার, টাঙ্গাইল

তারিখ: ০৮/০৯/২০২৪

প্রিয়ভাজন শেফালী দাস,

ছায়ানীড় প্রকাশনার উদ্যোগে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিরোনামে একট কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের নিকট বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ এবং আমাদের মাতৃভাষার তাৎপর্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়িতা পদকপ্রাপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ আরও কয়েকজন অতিথিবৃন্দ। তারা আমাদের শেখান বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং একজন ছাত্র ও দেশের নাগরিক হিসেবে এ ভাষা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের। ভাষার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা মাতৃভাষার মর্যাদা ধরে রাখতে পারবো।
শুধু তাই নয়, ভাষার প্রতি অনুরাগী ও আগ্রহী ছাত্রদের শেফালী দাসের লেখা বই উপহার দেওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের সৌখিনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাদের প্রচেষ্টায় খুবই আনন্দিত। ভবিষ্যতে আমরা আমাদের মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার প্রতি অধিক যত্নশীল হব এবং এর সঠিক ব্যবহার করবো। কর্মশালায় আপনার লেখা বই পুরস্কার পেয়ে আমরা আনন্দিত। দিনটি আমাদের ছাত্রজীবনে ভাষার প্রতি প্রেরণার এক বিরাট উৎস।
নাম: জাকিয়া সুলতানা
রোল: ২০
শ্রেণি: দশম

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমি নবম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া আক্তার স্বর্ণা। আমাদের বিদ্যালয়ে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ছায়ানীড়-এর পরিচালনায় 'শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ' নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আপনারা মাননীয় শিক্ষক মহোদয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে কীভাবে যত্ন করতে হয় তা সম্পর্কেয় ধারণা দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানটি আমার অনেক ভালো লেগেছে এবং অনেক কিছু শিখেছি। আমি মাতৃভাষা বাংলা সম্পর্কে আরও জানতে ও শিখতে চাই। কর্মশালায় বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দিলে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
আজ আর নয়।
ইতি
সুমাইয়া আক্তার স্বর্ণা

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস,
সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্রী। এই যে গত পাঁচ সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। বাংলা আমার মায়ের ভাষা আর এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। কর্মশালায় বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই পুরস্কার পেয়ে সবাই খুশি হয়।
আজ আর নয়।
ইতি
জান্নাতুল ফেরদৌস
শ্রেণি: নবম
রোল: ০৩

তারিখ: ৮/৯/২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় শেফালী দাস
নমস্কার। সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহার করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। বাংলা আমার মায়ের ভাষা আর এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা উচিত। এ কর্মশালায় আমার আর একটি বিষয় খুবই ভারো লেগেছে তা হলো, বিজয়ীদের মাঝে শেফালী দাসের লেখা বই পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। যা আনন্দ চিত্ত শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করে।
আজ আর নয়, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।
ইতি
নুসরাত জাহান
শ্রেণি: নবম
রোল: ১৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল
তারিখ: ০৮/০৯/২০২৪

শ্রদ্ধাভাজন শেফালী দাস
প্রণাম গ্রহণ করুন। পাঁচই সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহার করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। বাংলা আমার মায়ের ভাষা আর এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। এর স্বচ্ছ ধারণার জন্য আমি বাংলা ভাষা শুদ্ধিকরণ বইটি নিতে চাই। বইটি পেলে আমি অনেক উপকৃত ও আনন্দিত হতাম। এ কর্মশালায় আমার আর একটি বিষয় খুবই ভারো লেগেছে তা হলো, বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়।
আমাদের বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ রইলো। ভালো থাকুন সর্বসময়।
ইতি
আয়শা সিদ্দিকা লুবনা
শ্রেণি: নবম
রোল: ১২

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল
তারিখ: ০৮/০৯/২০২৪

শ্রদ্ধেয় দিদি,
সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুভ্র বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহার করি না। বাংলা আমার মায়ের ভাষা আর এই ভাষার সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। আপনার লেখা গ্রন্থ আমাদের উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত করে।
আজ আর নয়, আশা করছি আমার চিঠিতে কোন ভুল না থাকলে এবং চিঠিটি গ্রহণ যোগ্য হলে আমার ভালো লাগবে। আপনার লেখা বইটি আমাকে দিলে খুশি হবো।
ইতি
আয়শা সিদ্দিকা লুবনা
শ্রেণি: নবম
রোল: ১২

তারিখ: ৮/৯/২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল, সন্তোষ, টাঙ্গাইল
শ্রদ্ধেয় ম্যাম,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ে ছায়ানীড় নামক একটি প্রতিষ্ঠান এসেছিল। বাংলা ভাষা অশুদ্ধ উচ্চারণকে শুদ্ধ করা নিয়ে। বাংলা ভাষা শুদ্ধ করার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই পুরস্কার দেয়া হয় যা খুবই ভালো লেগেছে। আপনি একজন ভালো লেখক, শিক্ষকতা ছিলো আপনার মহানব্রত আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।
ইতি
আপনার ছাত্রী
সোনালী আক্তার
রোল: ১১, শ্রেণি: নবম, শাখা: খ

তারিখ: ০৮-০৯-২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
সালাম নিবেন আশা করি ভালো আছেন। ছায়ানীড়ের আয়োজনে আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণে যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষার কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণ শেষে বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বইটি পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলা আমার মায়ের ভাষা এই ভাষা সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। এর স্বচ্ছ ধারণার জন্য বেশি বেশি বই পড়া উচিত। আপনার সহজ সাবলীল রচনা আমাদের বই পড়ায় আগ্রহী করবে।
ইতি

সাদিয়া আক্তার
রোল: ০১, শ্রেণি: ১০ম

তারিখ: ০৮-০৯-২০২৪
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

শ্রদ্ধেয় ম্যাম,
সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। এই যে গত ৫ই সেপ্টেম্বর আমাদের বিদ্যালয়ে শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণে যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি ঠিক কিন্তু শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ করি না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকে আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করি। কর্মশালায় বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা বই পুরস্কার দেওয়া হয়।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা আর এই ভাষা সঠিক ব্যবহার করা আমাদের উচিত। এর স্বচ্ছ ধারণার জন্য বই পড়তে হবে। আশা করি আপনার লেখা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।
ইতি
সুরাইয়া আক্তার
শ্রেণি: ১০ম
রোল: ০২

সম্মানিত ম্যাম
পত্রের প্রথমে আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও সালাম নিবেন। আশা করি পরম সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় আপনি অনেক ভালো আছেন। আমাদের বিদ্যালয়ে ছায়ানীড় কর্তৃক একটি ভাষা কর্মশালা হয়েছিল সেই দিনটির কথা, সেই দিনে উপস্থিত সবার মহামূল্যবান কথা, সেই দিনের উপদেশমূলক বাণীর কথা, জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার করার জন্য দিকনির্দেশনামূলক উক্তির কথা, প্রাণকাড়া ভাষণের কথা আমি কোনোভাবেই ভুলতে পারছি না, আর ভুলতে পারবো না কোনোদিন। কারণ সেই দিনে উপস্থিত সবার কথা আমাকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে যে সে বিষয়টি আমাদের জীবনে চলার পথে দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে।
আমরা বাঙালি, আমরা ভালোবাসি আমাদের দেশকে, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে। মাতৃভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে পড়তে ও শিখতে হলে প্রয়োজন শুদ্ধ বানান, শুদ্ধ উচ্চারণ ও ভাষার শুদ্ধতম প্রয়োগ। সে বিষয়গুলো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমি শিখতে পেরেছি। অধ্যাপক লুৎফর রহমানের উপদেশমূলক বাণী, শামীমা ম্যাডাম এর মন ছুঁয়ে যাওয়া বক্তৃতা আমার অনেক ভালো লেগেছে। আপনার লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেওয়া ছিলো অন্যরকম ভালো লাগা। আজ আর কিছু না।
ইতি
আপনার স্নেহ ধন্য
সুমনা আক্তার

প্রিয় শেফালী ম্যাম,
পত্রের প্রথমে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমাদের কলেজে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ সেমিনারের আয়োজন করে । এ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি বাংলা ভাষার শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আপনার লেখনী হোক সমাজের কুসংস্কার, অশুচির বিরুদ্ধে লেখা আপনার বই পুরস্কার হিসেবে দেওয়া ছিলো অন্যরকম ভালো লাগা। এই বইটি থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো। এ অনুষ্ঠানের যে বিষয়টি আমাকে আরও মুগ্ধ করেছে সেটি হচ্ছে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাইকে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম বইটি দিয়েছেন। আমি খুবই উৎসাহিত হয়েছি শুদ্ধ বাংলা বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে। সত্যি বলতে এ অনুষ্ঠানটি আমার দেখা অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অতি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্মৃতিপটে ছেঁয়ে থাকবে অনুষ্ঠানটি।
আজ আর নয়।
ইতি
আপনার প্রীতিধন্য
মোছা. সেতু আক্তার
দ্বাদশ, মানবিক
রোল: ৫২

প্রিয় শেফালী ম্যাম,

পত্রের প্রথমে আপনাকে জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করি সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আপনি অনেক ভালো আছেন। ছায়ানীড়ের আয়োজনে আমাদের ধনবাড়ি, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী মুশুদ্দি রেজিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা, শুদ্ধ বানানে শুদ্ধ উচ্চারণে অনুষ্ঠানটি নিয়ে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। সত্যিই অনুষ্ঠানটি আমার অনেক ভালো লেগেছে। অতিথিদের উপদেশমূলক বাণী, অনুপ্রেরণামূলক উক্তি, প্রাণকাড়া ভাষণ শুনে আমি সত্যিই মুগ্ধ। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো যারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে আপনার লেখা বই উপহার দেয়ো হয়। এতে সবাই আনন্দিত হয়।

ইতি

আপনার প্রীতিধন্য

মোছা. সামিহা আক্তার

দ্বাদশ, মানবিক, রোল নং- ০৩

প্রিয় শেফালী ম্যাম,

প্রথমে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমাদের কলেজ প্রাঙ্গণে 'ছায়ানীড়' কর্তৃক আয়োজিত শুদ্ধ উচ্চারণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং অনুষ্ঠানটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়েছে আমার মনে। আমি খুবই উৎসাহিত হয়েছি শুদ্ধ বাংলা বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে। অনুষ্ঠানে আপনার লেখা বই পুরস্কার দেওয়া হয় যা ছিলো অন্যরকম ভালো লাগা। আজ আর লিখছি না। আপনার কলম চলুক অসাম্প্রদায়িক চেতনায়।

ইতি

আপনার প্রীতিধন্য

তাছলিমা আক্তার হিয়া

একাদশ, মানবিক, রোলঃ ০৯

প্রিয় শেফালী দাস,
আমার সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। গত ২৪.০৫.২০২৩ ইং তারিখে আমাদের কলেজে 'ছায়ানীড়' আয়োজিত শুদ্ধ বাংলা বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক সেমিনারে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং অনুষ্ঠানটি আমি খুব উৎসাহের সাথে উপভোগ করেছি।
বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের অনুষ্ঠানের শুদ্ধ উচ্চারণের ক্লাসটি উপভোগ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এবং বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার বাংলা বানান এবং উচ্চারণ শুদ্ধ হয়েছে। অনুষ্ঠানে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প বই বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেওয়া হয়।
আজ আর কিছু লিখছি না। আমাদের কলেজে আবারও আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।
ইতি
প্রীতিধন্য
মোছা. চাঁদনী আক্তার মেঘনা
শ্রেণি: একাদশ রোল: ৫৭
বিভাগ: মানবিক

প্রিয় শেফালী ম্যাম,
প্রথমে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও সালাম নিবেন। আশা করি সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় ভালো আছেন। আমাদের কলেজ প্রাঙ্গণে ছায়ানীড় কর্তৃক আয়োজিত শুদ্ধ বাংলা বানান এবং শুদ্ধ উচ্চারণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানটি আমি খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করেছি। অনুষ্ঠানটির সকল বিষয় আমায় মুগ্ধ করেছে। এই অনুষ্ঠানটি আমাকে কতোটা অনুপ্রাণিত করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়েছে আমার মনে। আমি খুবই উৎসাহিত হয়েছি 'শুদ্ধ বাংলা বানান ও শুদ্ধ উচ্চারণ' শিখতে। অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমি ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি। অনুষ্ঠানে আপনার লেখা বই বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি আমার দেখা অনুষ্ঠানগুলোর মাঝে অতি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্মৃতিপটে ছেঁয়ে থাকবে অনুষ্ঠানটি।
আপনার মঙ্গল কামনায়
ইতি
আপনার প্রীতিধন্য
সুমাইয়া আক্তার পিংকি
একাদশ, মানবিক
রোলং: ০৮

২৬.০৫.২০২৩
ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল

সম্মানিত ম্যাম
আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন। আশা করি ভালো আছেন। আমাদের কলেজে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাংলা বানান শুদ্ধকরণ কর্মশালা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি আমার কেমন লেগেছে এবং এ অনুষ্ঠান হতে আমি যা শিখতে পেয়েছি তা নিয়ে আমি পত্রটি লিখছি। বাংলা ভাষা বাংলা বানান শুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানটি আমার অনেক ভালো লেগেছে। এ অনুষ্ঠানটি আমার ক্ষুদ্র জীবনের এক স্মরণীয় দিন। স্মৃতির অ্যালবামে পাতাঝরা দিনের মতো এ দিনটি গচ্ছিত থাকবে চিরদিন। কর্মশালায় বিজয়ীদের মাঝে আপনার লেখা পঞ্চপুষ্প দেওয়ায় বইটি পুরস্কার দেওয়ায় আমার অনেক ভালো লেগেছে।
আজ আর লিখছি না ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমিও একদিন আপনাদের মতো হতে পারি। আমাদের কলেজে আবারও আপনার উপস্থিতি কামনা করছি।
ইতি
আপনার স্নেহের
শিরিন খাতুন (সেবা)

Block AD, House No-72
Sector I, Saltlake City
Calcutta-64
22.9.99

কল্যাণীয়াসু,
স্নেহের বোন শেফালী, তোমার সুন্দর চিঠিখানা পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আরও আনন্দ হয়েছে জেনে তুমি তো 'আমাদের লোক'। বারবার তোমার চিঠিখানা পড়েছি। দিদিতো এক কথাতেই তোমাকে চিনতে পারলো। বললেন 'সেই ছোট্ট শেফালী আমাদের।' অপরিচিতের খোলসটি এবার তোমার গা থেকে সরে পড়েছে। খুব ভালো লাগছে ভাবতে বর্তমানে তুমি আমাদের বিন্দুবাসিনীর প্রধানা। ঐ স্কুলে আমরা পড়েছিলাম। সংলগ্ন হোস্টেলটি আছে কি? ঐ হোস্টেলে কিছুকাল ছিলাম। কমলা ঘোষ প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। জেনে ভালো লাগছে বর্তমানে স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে স্কুল আরও বড় হয়েছে। এই প্রাচীন স্কুলটি টাঙ্গাইলে স্ত্রী শিক্ষার ধারক ও বাহক। আর ঐ ছাত্রাবাসটির ঐতিহ্য স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে বলতে গেলে ঐতিহাসিক। যাক, তুমি বিদ্যালয়ের জন্ম বৃত্তান্তটি সঠিক পাঠিয়েছো এর জন্য ধন্যবাদ। বর্তমানে কেমন আছ? অঞ্জুলীকে বলো চিঠি দিতে। এ দিকে আসলে দেখা করলে খুশি হবো। এবার চিঠি শেষ করছি। তুমি আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।
ইতি
তোমাদের কুশল কামনায়
অর্পণা দি